৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৮ অগ্রহায়ণ – ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ ঃ ২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 6, 25 November - 1 December, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ডেঙ্গু নিয়ে আদালতে জেরবার হল রাজ্য সরকার। ডেঙ্গু

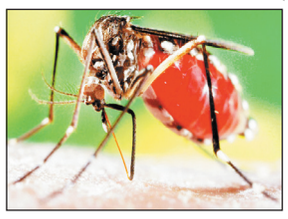

আক্রান্তের তথ্য, জ্বরের কারণ নিয়ে ধামাচাপার চেষ্টা ও কেন্দ্রীয় বরাদ্দের খরচ নিয়ে বিভ্রান্তির অভিযোগ উঠল সরকারের বিরুদ্ধে।

রবিবার : দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায়

শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত হয়ে মিস ওয়ার্ল্ড খেতাবে ভূষিতা হলেন ভারতকন্যা মানুষী ছিল্লর। এবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চিনের সানইয়ায়।

সোমবার : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত কালো টাকার

বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন পালক যুক্ত হল ভারতের মুকুটে। এতদিন কেউ যা পারে নি তা করে দেখাল মোদী সরকার। এবার থেকে সুইস ব্যাঙ্কে রাখা ভারতীয়দের টাকার দেওয়ার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে সুইৎজারল্যান্ডের পার্লামেন্টারি কমিটি। ২০১৯ সালেই এই তথ্য আদান প্রদানের চুক্তি বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

মঙ্গলবার : প্রযুক্তিগত কারণেই নীল তিমি খেলা বন্ধ করা সম্ভব নয়

বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দিল কেন্দ্র। এই খেলার বিপদ সম্পর্কে স্কুল পড়ুয়াদের সচেতন করতে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বুধবার : পশ্চিমবঙ্গের উদ্বেগ বাড়িয়ে কলকাতা রেল স্টেশন

থেকে আলকায়দার সদস্য দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল লালবাজারের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স।

বৃহস্পতিবার : সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যা ঘিরে ক্রমশ

উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ত্রিপুরা। খুনি জওয়ান ও কমান্ড্যান্টকে গ্রেফতার করেও কমানো যায় নি উত্তেজনা। বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

শুক্রবার : সমগ্র ভারতবাসীকে চমকে দিয়ে নারীশক্তির প্রকাশ ঘটল

ভারতীয় নৌমেলায়। উত্তরপ্রদেশ কন্যা শুভাঙ্গী স্বরূপ পাইলট হিসাবে যোগ দিলেন নৌসেনায়। এই প্রথম কোনও মহিলা এই কৃতিত্ব দেখালেন। তাঁর জন্য রইল শুভকামনা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কলকাতা থেকে ধৃত আলকায়দা জঙ্গি

জেহাদিদের ডেরা পশ্চিমবঙ্গ

কুনাল মালিক

কলকাতা থেকে গত ২১ নভেম্বর আলকায়দা জঙ্গি সংগঠনের শাখা আনসারউল্লা বাংলা টিমের দুই জঙ্গিকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ দফতর গ্রেফতার করেছে। এই খবরে সবারই মনে প্রশ্ন জাগছে তাহলে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ কি জেহাদি জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে? এর আগে বছর দুয়েক আগে বর্ধমানের খাগড়াগড় কান্ডে জেহাদি জঙ্গিদের জড়িত থাকা নিয়ে রাজনীতির ময়দানে তোলপাড় হয়েছিল। এছাড়াও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেহাদি জঙ্গিদের গ্রেফতারের ঘটনায় বারবার একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে— এ রাজ্য কি জঙ্গিদের ''সেফ করিডর''?

এবারের আলকায়দা জঙ্গি সংগঠনের মাথা আনসারউল্লা বাংলা টিমের দুই সঙ্গী সামসেদ মিঞা ওরফে তনবীর এবং তার সঙ্গী রিয়াজুল ইসলাম এবং তাদের আশ্রয়দাতা বসিরহাটের অস্ত্রব্যবসায়ী মনোতোষ দে কে গ্রেফতারের পর পুলিশের হাতে যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে তা খুবই উদ্বেগজনক রাজ্যের পক্ষে।

সূত্রের খবর ধৃত জঙ্গিদের কাছে দেশ বিরোধী নানা কাগজপত্র সহ ল্যাপটপ, সিডি পাওয়া গিয়েছে।

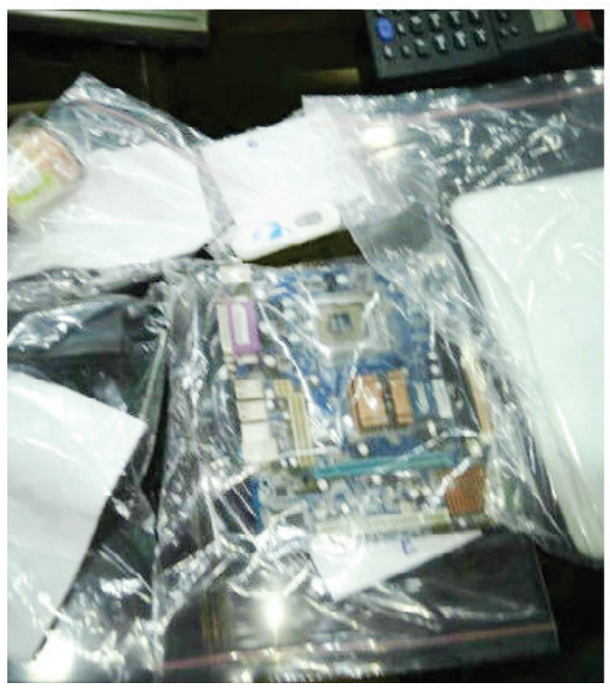

বিস্ফোরক সহ ধৃত ৩ আলকায়দা জঙ্গি

সূত্রের খবর ধৃত জঙ্গিরা উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে এ রাজ্যে প্রবেশ করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ রাজ্যে জেহাদি জঙ্গি তৈরি করা, তারজন্য এ রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় জেহাদি প্রশিক্ষণ শিবির করেছিল তারা। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে বাংলাদেশ সহ এ রাজ্যের মুক্তমনা ব্লগারদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল তারা।

দুই বাংলায় অস্ত্র পাচারের সঙ্গে তারা জড়িত আছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর মাস দুয়েক আগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী জানতে পারে ওপার বাংলা থেকে এ রাজ্যে বেশ কয়েকজন জঙ্গি ঘাঁটি গেড়েছে। সেই মর্মে তারা রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে সতর্ক করে।

ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এ রাজ্যের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে ধৃত জঙ্গিদের যোগাযোগ ছিল। তাদের মারফৎই জাল আধার কার্ড বানিয়েছে তারা। ওই সূত্র জানাচ্ছে, কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকায় কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকায় আরও কয়েকজন জেহাদি জঙ্গি গা ঢাকা দিয়ে আছে। তাদের সন্ধানে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি জোর তৎপরতা শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, এর আগে বেশ কিছুদিন ধরেই গোয়েন্দাসূত্র মারফত রাজ্যে জঙ্গি আনাগোনার খবর প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তায়। শিরোনামও হয়েছে সেইসব 'এক্সক্লুসিভ' সংবাদ। শেষ পর্যন্ত সেই খবর যে এইভাবে হুবহু মিলে যাবে তা অনেকেই ভাবতে পারেনি। এখন দেখার পরবর্তী দিনগুলোতে আরও জঙ্গির হদিশ করতে গোয়েন্দা বিভাগ কতটা তৎপর হয়।

বিহার থেকে উদ্ধার বনগাঁর দুই গৃহবধূ

পার্থ ঘোষ, বারাসত : পুনরায় নারী পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস হল। এবার তা হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রান্তিক শহর বনগাঁর গোপাল নগর থেকে। বিহারের সিওয়ান জেলার ডেরা থেকে বনগাঁর ২ গৃহবধূকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিচারিকার কাজ দেওয়ার নাম করে তাদের পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ১২ নভেম্বর গোপালনগরের এক গৃহবধূ নিখোঁজ হন। দিন কয়েকের মধ্যে গোপালনগরের মহতপুরে নিখোঁজ হয়ে যান আর একজন গৃহবধূ। অনেক চেষ্টা করেও কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না তাদের। এর মধ্যে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এদের একজন গৃহবধূ ফোনে তার বাড়ির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। সেই ফোনের সূত্র ধরেই সাফল্য আসে গোয়েন্দাদের। টাওয়ার লোকেশন খতিয়ে দেখে জানা যায় ফোনটি এসেছিল বিহারের সিওয়ান জেলার বারহারিয়া থেকে। পরশু রাতে সিওয়ানের বারহারিয়ায় এক ব্যক্তির ডেরায় অভিযান চালিয়ে ২ গৃহবধূকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ বুধবার উদ্ধারকৃত দুই মহিলাকে নিয়ে বনগাঁ আদালতে নিয়ে যায় ও সেখানে তারা গোপন জবানবন্দী দেন। পুলিশ সূত্রে খবর দুই গৃহবধূর দাবি, শীলা নামে এক মহিলা তাদের পরিচারিকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিহারে নিয়ে যান। অভিযুক্ত শীলার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে এই চক্রে আরও কোনও মাথা জড়িত কিনা বা আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের যোগসাজশ ও একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না গোয়েন্দারা।

ডেঙ্গু –ম্যালেরিয়ার দাপটে

বন্ধ হচ্ছে বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অবসরের পরেও উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত জেলা হাসপাতালে আরও ৫ বছরের এক্সটেনশন পান বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুণাচল দত্ত চৌধুরী। প্রতিদিন ডেঙ্গু, অজানা জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে ওভারফ্লো রোগীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ–ছ'শো। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ফেসবুকে সেই অসহায় পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। এর ফলশ্রুতিতে তার উপর নেমে আসে খাঁড়ার ঘা। ডাঃ অরুণাচল সাসপেন্ড হন। স্বাস্থ্য দফতর থেকে জানানো হয়, তিনি চাকরির প্রোটোকল লঙ্ঘন করেছেন। এদিকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে দিনরাত এক করে পরিষেবা দানের এহেন পরিণতিতে রাজ্যের বিভিন্ন চিকিৎসক মহলে ক্ষোভের সূচনা হয়। তাঁরা নির্দিষ্ট আট ঘন্টার বেশি ডিউটি করবেন না বলেও দাবি করেছেন। অবিলম্বে অরুণাচলবাবুকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান চিকিৎসকরা। পাশাপাশি ডাঃ অরুণাচল দত্ত চৌধুরীকে কাজে পুনর্বহাল সহ ৭ দফা দাবি জানিয়ে সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অল ইন্ডিয়া পিপলস ফোরাম ও

এপিডিআর এই দুটি মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

২১ নভেম্বর থেকে প্রথম শীতের দেখা মিললেও রাজ্যে ডেঙ্গুর আক্রমণে মৃত্যু এখনও অব্যাহত। এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩টি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ছুটির দিনে বন্ধ। উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গা, হাড়োয়া, বনগাঁ, হাবড়া, বসিরহাট ও বারাসতে ডেঙ্গুর মৃত্যু মিছিল চলাকালীন সময়েও জেলার ৫ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হলেও সেগুলি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে কোনও অজ্ঞাত কারণে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি হল কলসুর পঞ্চায়েতের পলতার আটি, চৌরাশির মাটি কুমড়া, চাকলার বহড়াগাছি, চাঁপাতলার হাদিপুর, ঝিকরা–২, চটকাবেড়িয়া ও শেখপাড়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। একারণে বাধ্য হয়ে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে যেতে হয় ৭ থেকে ২৫ কিমি দূরে। কখনও বারাসত হাসপাতাল, কখনও বা বিশ্বনাথপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা আনুয়াদহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ভ্যান বা মোটরভ্যানে যেতে যাতে খরচ পড়ে প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। এপ্রসঙ্গে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রাঘবেশ মজুমদার বলেন, কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রই বন্ধ নয়। শুধু ওই পাঁচটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নেই। ডেঙ্গুতে জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেগঙ্গা ব্লক। প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার মানুষের বসবাস এই ব্লকে। সেখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৪২টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এসত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার কারণে ৫ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থা নাইসেড (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস)–এর সমীক্ষায় জানা গিয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ জ্বরের রোগীদের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দেশজুড়ে সুনামি মহড়ায় সামিল রাজ্যের তিন জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উপকূল অঞ্চলে ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল সুনামি মহড়া। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী তিন জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্বমেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয় এই মহড়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর, নামখানা ও বজবজ ব্লকে তিন মহড়ায় জেলা প্রশাসন ছাড়াও অংশগ্রহণ করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্স সহ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় যদি দেশের উপকূলে আছড়ে পড়ে তাহলে কিভাবে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে, উদ্ধার করা হবে জীবন ও সম্পত্তি তারই মহড়া করে দেখান বাহিনীর সদস্যরা।

মহড়ার প্রত্যেক মিনিটের খবরাখবর পৌঁছে যায় সদর আলিপুরের কন্ট্রোল রুমে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দফতরের প্রধান সচিব খবরাখবর নেন মহড়ার খুঁটিনাটি। গ্রামবাসীদের মধ্যে মহড়া দেখতে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দফতর সূত্রের খবর তিন জেলাতেই মহড়া অনুষ্ঠিত হয় নির্বিঘ্নে। তবে রাজ্যে আরও এইরকম মহড়ার দাবি জানান সাধারণ মানুষ।

বজবজ থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, সুনামি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এলাকার জনগণ কিভাবে তার মোকাবিলা করবেন, তার হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য এক মক ড্রিলের আয়োজন হয়েছিল দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে। গত ২৪ নভেম্বর নিশ্চিন্তপুর ফিজিক্যাল সেন্টারের মাঠে এই মক ড্রিলে উপস্থিত ছিল বজবজ–১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসাধারণ। প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, সিভিল ডিফেন্স ও অগ্নিনির্বাপন দফতরের আধিকারিক ও স্বেচ্ছাসেবকরা। বজবজ–১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন, বিডিও রিনা ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমন্ত বৈদ্য সহ বিশিষ্ট মানুষরা উপস্থিত ছিলেন।

জিএসটি জটিলতায় ক্রেতা–বিক্রেতা সকলেই

পার্থসারথি গুহ

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংসদ কোনও বর্ণময় ঘটনার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছে এমন নজির বিরল। আর সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাই দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে গত ৩০ জুন মধ্যরাতে। জিএসটি রূপায়ণ সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশন বসেছিল সংসদে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে অত রাতেও সমান উৎসাহী তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। আগ্রহের অন্যতম কারণ প্রণববাবু নিজেও একজন অর্থনীতিবিদ তো বটেই। তিনি সাফ বুঝতে পেরেছিলেন জিএসটি এলে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় লকগেট খুলে যাবে। ৯০য়ের শুরুতে যে অর্থনৈতিক সংস্কারের রথ চালু হয় ভারতের মাটিতে তাকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলবে জিএসটি। কিন্তু কোথায় কী। প্রবর্তনের পর প্রায় ৫ মাস অতিক্রান্ত। কিন্তু জিএসটি থেকে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ভারতবাসী যেন 'ঘেঁটে ঘ' হয়ে গিয়েছে। খাদ্য পণ্য থেকে ওষুধ, অলঙ্কার থেকে গাড়ি কিংবা আবাসন খরিদ করতে কোন পর্যায়ে কি হারে এই পরোক্ষ কর দিতে হচ্ছে তার কোন তাল খুঁজে পাচ্ছেন না দেশবাসী। ফলে সারাক্ষণ একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। আপনি বাজারে গিয়েছেন কিংবা কাপড়–জামা কিনতে সবসময় মাথায় ঘুরছে জিএসটি ভূত। জিএসটি থেকে উপকৃত হওয়ার বদলে এক বিভ্রান্তিকর টি–২০ ম্যাচের আবর্তে গুলিয়ে গিয়েছে ভারতবাসীর যাবতীয় পদক্ষেপ। সবসময় যেন এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। এর পালটা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার বা অর্থমন্ত্রীর তরফ থেকে কোনও

উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। নমো নমো করে কিছু অনুষ্ঠান সারা আর ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন ছাপানো এর বাইরে জিএসটি 'খায়, না মাথায় মাখে' সেই ধন্দ কাটানোর কোনও জো নেই সরকারের। নেই হাতিয়ার হয়ে ওঠা কোনও পুস্তিকা, যার অঙ্গে অঙ্গে রচিত থাকত জিএসটি জট কাটানোর মহামন্ত্র।

নব্বইয়ের দশকের দুটি ঘটনা পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়েছিল ভারতের অর্থনীতির মোড়। প্রথমত জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড বা সংক্ষেপে গ্যাট চুক্তি ভারত ভুখণ্ডকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মূলস্রোতের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে ব্যবসায় ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্সের আগমন নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল এদেশে। রাজীব গান্ধি মন্ত্রিসভার একদা অর্থমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের উদ্যোগে ভ্যাট নিয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। তা আরও সলতে পাকায় নরসিংহ রাও মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জমানায়। বস্তুত নরসিংহ–মনমোহন জুটির হাত ধরেই ভারত বিশ্বজনীন অর্থনীতির দোসর হয়ে ওঠে যাবতীয় সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে। তাও ভারতের মতো বড় দেশ তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের কর বিন্যাসে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে থাকে। যা মোটেই কোনও পরিণত অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না। এই ভাবনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের শানিত মগজ থেকে বেরিয়ে আসে জিএসটি বা গুডস সার্ভিস ট্যাক্সের ফর্মুলা। প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি পরোক্ষ করের রাস্তাটা প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয় জিএসটি। পরবর্তীকালে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে দু–দুটি টার্ম কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকলেও বিরোধীদের প্রবল বাধায় কিছুতেই পাশ করানো যায় নি জিএসটি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে পৌঁছে যাব বুলের পাহাড়ে, বুলি লগ্নিকারীদের

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব। চাঁদের পাহাড়ের এই হৃদয়স্পর্শী গান শোনেন নি এমন মানুষ বোধহয় বিরল। শেয়ার বাজারেও এমন বহু শেয়ার রয়েছে যাঁরা একসময় ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে চলাফেরা শুরু করে পরে মহীরূহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ২–৫ টাকা দাম থেকে পথচলা শুরু করে শতাধিক দামে পৌঁছেছে এমন নজির অর্থবাজারে ভুরি ভুরি। এইসব নিচে পড়ে থাকা স্টকগুলোকে পেনি স্টক বলে চিনে থাকে অর্থ বাজার। মুশকিল হল এদের মধ্যে সেরাটাকে বেছে নেওয়া। কারণ এমন পেনি স্টক বাজারে আছে হাজারো হাজারো। তাদের মধ্যে কে বিরাট কোহলি হয়ে উঠবে আর কে হরিদাস পাল তা বোঝা খুব কঠিন। এমনকি বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত তাদের হদিশ পান না ঠিক মতো। কখন কার ব্যাটে চার–ছয় উঠবে , আর কে গোল্লা পাবে তা বোঝা দুষ্কর। আসল কথা হল ব্যবসাটাকে ঠিকমতো বোঝা। কারণ ব্যবসা ভালো হলে আর অনেক শেয়ারই ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠে যায়। তখন আপশোস হয় নিচের দামে কেন ধরা হল না। আবার ধরুন কোনও পেনি স্টক কিনলেন। সেটা ভালো মানের হলেও সেক্টর থেমে থাকার জন্য তার দাম বাড়ল না। আবার তুলনামূলক ভাবে খারাপ কোনও স্টক ওই ঝড়ে বক মারার মতো বেড়ে যায় অনেকটাই। তবে যে সব সেক্টরের সম্ভাবনা রয়েছে, তার মধ্যে যদি বাছাই করা ভালো পেনি স্টক ধরা যায় ভবিষ্যতে তা থেকে মালামাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। হাতের কাছে এমন বহু শেয়ার আছে যার বা যাদের ফেসভ্যালু ১০ টাকা তারা সেই ফেসমূল্য থেকে বাড়তে বাড়তে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা এমনকি হাজার টাকায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অবলীলাক্রমে। আরও একটা ব্যাপার এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল কোনও শেয়ার ১০ টাকার ওপর তার দাম টিকিয়ে রাখতে পারছে কিনা। প্রথম দিকে অনেকবার ১০ টাকা পেরিয়ে আবারও পিঠটান দিয়ে এক অঙ্কে নেমে এসেছে বহু শেয়ার। এর মধ্যে যারা ওই ১০ টাকার মনস্তাত্ত্বিক সংখ্যাটা অতিক্রম করে ওপরে ভেসে থাকতে পেরেছে তারা পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে দ্রুত ছুটে গিয়েছে। এরপর ১৫,১২, ৩০, ৪০, ৫০ বা ১০০ হয়েছে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথের মাধ্যমে।

ভারতের শেয়ার বাজার একাধারে যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে চড়ে আছে, ঠিক তখনই কিছু শেয়ার তথা সেক্টরে লাগাতার প্রাইজ কারেকশন চলছে। শেয়ারের দামে এই সংশোধনী নেমে আসায় বহু লগ্নিকারী বাজারের এই শৃঙ্গে থাকার মজাটা উপভোগ করতে পারছে না। যা সত্যি বলতে এই বুল রাজত্বে খুব বৈসাদৃশ্যও বটে। তাও এই ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ বাজারটার নামম যেহেতু শেয়ার বাজার, সেহেতু এখানে কোনও ওস্তাদের কোনওরকম ওস্তাদি দলে না। বড়জোর তাঁরা একটা দিকনির্দেশ করতে পারেন মাত্র। তাও সবসময় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এমনটা নয়। এই তো এই বছরের শুরুর দিকটার কথা ভাবুন তো একবার। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তখন দুভাবে ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়েছে। একদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে ঢুকে ভারতীয় জওয়ানরা চেপে ধরেছে সেদেশের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের, অপরদিকে কালোটাকার যথেচ্ছাচার আটকাতে নরেন্দ্র মোদি সরকার জারি করেছে নোটবন্দি। বলাবাহুল্য, এই জোড়া সাঁড়াশি চাপে পড়া বাজার সম্পর্কে তখন বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ লাগাতার বলে আসছিল আরও বড় পতন নাকি দেখতে চলেছেন তাঁরা। অথচ সকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৮ হাজারের সামান্য নিচ থেকে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সেই যে যাত্রা শুরু হল এখনও তা অব্যাহত। এবং এখন তা ফুলেফেঁপে রীতিমতো ঢোল। সেই অশ্বমেধের ঘোড়া এখন নিফটিকে নিয়ে গিয়েছে সাড়ে ১০ হাজারের একেবারে কাছে। আর সেনসেক্স ইতিমধ্যেই ৩৩ হাজারের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে। সুতরাং বেশ বোঝাই যাচ্ছে অনুকূল পিচ পেয়ে পেলে কেমন ধুন্ধুমার ব্যাটিং করতে পারে বুল সওদাগররা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর, ২০১৭

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সরকারে ৩২৫৯

পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩,২৫৯ জন পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও অফিসে। 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল (১০+২) এক্সামিনেশন, ২০১৭'–এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার–ওয়ান) হবে ৪ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ এবং ডেসক্রিপ্টিভ পত্রে পরীক্ষা (টিয়ার–টু) হবে ৮ জুলাই। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক

শূন্যপদ : পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ২,৩৫৯টি। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৮৯৮টি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : ২টি।

তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তণ সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সরকারি নিয়মানুসারে সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সব পদের ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। এছাড়া পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। অর্থাৎ ঘন্টায় ইংরেজির ক্ষেত্রে ১০,৫০০ ও হিন্দির ক্ষেত্রে ৯,০০০ কি–ডিপ্রেশনের গতিতে ১০ মিনিট ধরে একটি প্যাসেজ থেকে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের প্রার্থীদের স্কিল টেস্টের সময় ঘন্টার ৮,০০০ কম্পিউটার কি–ডিপ্রেশনের গতিতে একটি প্যাসেজ থেকে ১৫ মিনিট টাইপ করতে হবে।

বয়স : সব ক্ষেত্রেই ১–৮–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯১ থেকে ১–৮–২০০০ এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্ন ও আইনত স্বামী বিচ্ছিন্ন মহিলারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে এবং ৩৫ বছরের (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০) মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

প্রাণী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হবে পশ্চিমবঙ্গের এইসব কেন্দ্রে (ব্র্যাকেটে সেন্টার কোড নম্বর) : কলকাতা (৪৪১০), বারাসত (৪৪০২), বহরমপুর (৪৪০৩), চুঁচুড়া (৪৪০৫), জলপাইগুড়ি (৪৪০৮), মালদা (৪৪১২), মেদিনীপুর (৪৪১৩), শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

টিয়ার–ওয়ান কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে ৪টি অংশে— ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (বেসিক অ্যারিথমেটিক–বিষয়ক) এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতি অংশে ২৫টি করে মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রতিটি অংশে নম্বর ৫০। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া অন্য তিনটি অংশের প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা করে কোয়ালিফাইং নম্বর পেতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। টিয়ার–টুয়ে ডেসক্রিপ্টিভ প্রশ্নের পরীক্ষায় থাকবে ১০০ নম্বরে লিখিত পরীক্ষা। এতে থাকবে এসে রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে স্কিল টেস্ট/টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে।

বেতনক্রম : সবক্ষেত্রেই ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। লোয়ার ডিভিন ক্লার্ক এবং জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://www.ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর।

দু'টি পার্টে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে— রেজিস্ট্রেশন পার্ট (যাঁরা আগে করেননি) ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। যাঁরা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাঁরা রেজিস্ট্রেশনের পর রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। যাঁদের আগেই কমিশনে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা আছে তাঁরা সরাসরি পুরনো রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই অ্যাপ্লিকেশন পার্ট পূরণ করতে পারবেন।

মনে রাখবেন, অ্যাপ্লিকেশন পার্ট পূরণের সময় প্রার্থীর জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন ফটো (৪ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (১ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। চালানের মাধ্যমে নগদে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। চালান ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেই। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর। সে ক্ষেত্রে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে। অথবা অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.ssc.nic.in

সিআই এস এফে কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩২ জন কনস্টেবল নেবে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)। ফায়ার দফতরে নিয়োগ করা হবে। শুধুমাত্র তরুণরা দরখাস্ত করবেন।

রাজ্যে শূন্যপদের বিন্যাস : নকশাল ও জঙ্গি উপদ্রুত বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার জন্য শূন্যপদ ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৪)। রাজ্যের বাকি অংশের জন্য শূন্যপদ ২১টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

বয়স : ১১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : ১৭০ সেমি (গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি : নাফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি। (গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোকে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/৯। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, তির্যক চাউনি থাকলে চলবে না।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শারীরিক মাপজোক যাচাই, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই, লিখিত পরীক্ষা ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে হাইট বার টেস্ট এবং ২০ মিনিটে ৫ কিলোমিটার দৌড়। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউট, এবিলিটি টু অবজার্ভ অ্যান্ড ডিশটিংগুইশ প্যাটার্নস, জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরণের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ২ ঘন্টা।

অনলাই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://cisfrectt.in রেজিস্টেশ্ন করা যাবে ১১ ডিসেম্বর থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। দুই পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রথম পর্বের প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জে পি জি ফর্ম্যাটে ৪ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জে পি জি ফর্ম্যাটে ১ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

রেজিস্ট্রেশনের দ্বিতীয় পর্বে ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে ফি জমা দিতে পারেন। এ ছাড়া অফলাইনে চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে চালানের প্রিন্ট আউট পাওয়া যাবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফি জমা দেওয়ার পর রিসিপ্ট বা রসিদ নিয়ে নেবেন। দেখে নেবেন তাতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ট্রানজ্যাকশন আই ডি আছে কিনা।

রেজিস্ট্রেশন যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করার পর পূরণ করা অনলাইন দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৫৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মুকুন্দ দাস এই নামেই পরিচিত ৩। ব্যাপারে, ঘটনা ৫। সংসারের প্রতি মায়া বা আকর্ষণ ৮। উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো ১১। মাছ বিশেষ ১২। মদিত।

উপর–নীচ

১। স্বভাবচরিত্র, আচার ব্যবহার ২। উত্তম কুমার অভিনীত একটি বাংলা ছবি ৩। নির্লজ্জ, বেহায়া ৪। খাদ্যহীন ৬। নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি ৭। (আল.) খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু ৯। প্রস্তুতি, আয়োজন ১০। ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৩

পাশাপাশি : ১। প্রতিলোম ৫। আশ্রম ৫। নাটুকেপনা ৬। নখরা ৮। কবজি ১০। অতিরঞ্জন ১২। করণ ১৩। বরবাদ।

উপর–নীচ : ১। প্রতিষ্ঠান ২। ময়না ৩। আত্মকেন্দ্রিক ৪। মদিনা ৭। রাধারমণ ৯। জিন্দাবাদ ১০। অনেক ১১। নবাব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ফের বিবাদে জড়ালেন বেলুড়ের তৃণমূল কাউন্সিলর

বাপীলাল দে : বেশ কিছুদিন আগে ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন বেলুড়ের এক টোটো চালক। আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই পুনরায় বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল কাউন্সিলর সহ তার স্ত্রীও। এবারের ঘটনাটিও ঘটে সেই বেলুড়ের একটি অঞ্চলে। অভিযোগ ওঠে সেই কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদারের বিরুদ্ধেই বলা যায়। বেলুড়ের খামার পাড়ার এক সিপিএম কর্মীর বাড়িতে সিপিএম–এর দলীয় সমাবেশ হচ্ছিল ঘরের দরজা বন্ধ করে। আর এই সভা সমাবেশের খবর পেয়ে সিপিএম পার্টি কর্মীর বাড়িতে হাজির হন সভা বন্ধ করার দাবি নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রী। দরজার সামনে গিয়ে দরজা খুলে সভা অবিলম্বে বন্ধ করার হুমকি দিতে থাকেন তিনি। এমন কি সভা বন্ধ না করলে দরজা ভেঙে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেন বলে অভিযোগ করা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রীর বিরুদ্ধে। প্রথমটায় সভা বন্ধ করো হবে না বলা হলে মারধর শুরু করে দেন তৃণমূলের পার্টি কর্মীরা। শেষমেশ রুখে দাঁড়ান স্থানীয় বাসিন্দারাই। তারাই উদ্ধার করেন সিপিএম পার্টি কর্মীদের। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন তৃণমূল কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার। তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন আমার স্ত্রী কি বলেছেন তা আমি জানি না। আমি এই বিষয় নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। পরে বেলুড় থানায় খবর গেলে থানা থেকে পুলিশ আসে বটে কিন্তু কোন ব্যবস্থাই নেন নি বলে জানা যায়।

স্মার্টফোন না পাওয়ায় আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরের পর এবার বারুইপুরে আত্মহত্যা করলো একাদশ শ্রেণীর ছাত্র রাহুল সর্দার (১৮)। বাবার কাছে সে আবদার করেছিলো স্মার্টফোনের। স্মার্টফোন না পাওয়ার কারণে অবসাদে ভুগছিলো রাহুল। সেই কারণে আত্মহত্যা বলে জানায় পুলিশ। বারুইপুরে লাঙ্গলবেড়িয়ায় গোবিন্দপুর গ্রামে ঘর থেকে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। গত রবিবার রাহুলের বাবা মা বাড়িতে ছিলেন না। ফিরে এসে তারা দেখে রাহুলের ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে এরপর জানলা দিয়ে দেখে রাহুলের দেহ সিলিং–এ ঝুলছে। প্রতিবেশীরা এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। রাহুলের বাবা রং মিস্ত্রি, মা ঝুমা দেবী বারুইপুরের ফলের বাগানে দিন মজুরের কাজ করে। রাহুল তার বাবার কাছে চেয়েছিল ১০ হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোন ও একটি সাইকেল কিন্তু বাবার অত টাকার মোবাইল ফোন কিনে দেবার সামর্থ নেই। কিন্তু ঝুমা দেবী কথা দিয়েছিলো ৫ হাজার টাকার মোবাইল ফোন কিনে দেবে। তাও মন ভরেনি রাহুলের। তবে তার ঘর থেকে কোন সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের বক্তব্য।

সোনারপুরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে রাধাগোবিন্দ পল্লীতে ঘর থেকে উদ্ধার হোল এক যুবকের দেহ। যুবকের নাম সোনু হালদার। সুত্রের খবর নবম শ্রেণীর ছাত্র সোনু বাবা মায়ের কাছে বন্ধুদের দেখাদেখি আবদার করেছিলো একটি মোটরবাইকের। কিন্তু হতদরিদ্র বাবা রিক্সা চালক, মা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। অত্যন্ত টানাটানির মধ্যে সংসার চলে তাই ছেলের এই আবদার রাখতে পারেনি তারা। যার ফলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সোনুর দেহ ময়না তদন্তে জন্য পাঠায় সোনারপুর থানার পুলিশ।

অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুরে ফের আত্মহত্যা করলো এক ১৭ বছরের যুবক রাহুল সরকার। সোনারপুরের লাঙ্গলবেড়িয়ার বাসিন্দা। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র অত্যন্ত গরিব পরিবারের ছেলে। বাবা কাঠের ফার্নিচারের দোকানের পালিশ মিস্ত্রি। মা লোকের বাড়ির পরিচারিকার কাজ করে। দু বছর আগে আবদার করেছিলো একটি ল্যাপটপ কেনার জন্য। মা সেই আবদার রক্ষা করেছিলো নিজের কানের দুল বেচে ল্যাপটপ কিনে দিয়ে। কিন্তু ছেলে রাহুল অন্য পথে পা বাড়ায়। বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন সুরজিৎ নামে এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমালাপ হয়। এরপর প্রেম চলে দু মাস ধরে। কিন্তু হঠাৎ করে রবিবার সন্ধ্যায় সে আত্মহত্যা করে। পুলিশ রাহুলের ডায়েরি থেকে মেয়েটির ফোন নম্বর উদ্ধার করে। কিন্তু কি কারণে এই আত্মহত্যা করলো পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। রাহুলের কোন সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়নি। তার বাবা নীরঞ্জন সরকার বলতে পারেননি যে কি কারণে আত্মহত্যা করলো ছেলে । সোনারপুর থানার পুলিশ রাহুলের দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক অজ্ঞাত পরিচয়হীন মহিলার মৃতদেহ পুকুরে ভাসতে দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার নলিয়াখালি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাইরে কোথাও থেকে খুন করে এনে এখানে ফেলা হয়েছে সম্ভবত। এদিন নলিয়াখালি গ্রামের রাস্তার পাশে একটি পুকুরে মৃতদেহটি ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন ক্যানিং থানার সাতমুখী পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে মৃত মহিলার বয়স আনুমানিক ৬০। তার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাসন্তীতে উদ্ধার ৪ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি: চারটি শিশুকে উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চুনাখালী এলাকায়। এদিন চার শিশু কে এলাকায় হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বাসন্তী থানায় খবর দিলে পুলিশ ৪ শিশু কে উদ্ধার করে চাইল্ড হোমে পাঠিয়ে দেয় । পুলিশ সুত্রে জানা গেছে মুকতারী শেখ(১০),নুরজান বেগম(৬),নুরী শেখ(৮),শাহজাঁহা শেখ(৫)। হিন্দিভাষী সকল শিশুদের বাড়ি উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের জানখুড়িলমহওয়া এলাকায়। এখানে কি ভাবে শিশু গুলি এলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

চাকরির নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করলো এক ব্যাক্তি । মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করলো সোনারপুর থানার পুলিশ । ধৃতের নাম ইন্দ্রনীল চন্দ্র ২৬। পুলিশ সুত্রের খবর পাপিয়া বনিক নামে এক ব্যাক্তিকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় ইন্দ্রনীল । চাকরি পাইয়ে দেবে বলে পাপিয়া প্রায় ২লক্ষ ৯০ হাজার টাক দেন ইন্দ্রনীলকে। কিন্তু অনেক দিন কেটে যাওয়ার ফলে পাপিয়া বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ করেন । সোনারপুর থানা এই ঘটনায় ইন্দ্রনীলকে গ্রেপ্তার করে । সূত্রের খবর– পুলিশ তদন্তে নেমে দেখছে যে এর পিছনে আরো কোনো বড় চক্র আছে কিনা।

প্রথম স্ত্রীর রহস্য মৃত্যু, গ্রেফতার দ্বিতীয় স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: আবার গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটল। এবার তা হল হাবড়া এলাকার বাণীপুরে। হাবড়া বাণীপুরের কলেজ কোয়ার্টারে থাকতেন গোবিন্দ মনসুর নামে এক ব্যক্তি। পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ওই গোবিন্দর সাথে বছর তেইশের মঞ্জু মনসুরের বিবাহ । মঙ্গলবার সকালে বাড়ির খাটে রহস্যজনক ভাবে মঞ্জুর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে গোবিন্দ, তার স্ত্রী মঞ্জুর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত। বন্ধু বান্ধব নিয়ে নেশা ও জুয়া খেলায় মত্ত থাকত সে। স্বামীর

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুই সন্তান নিয়ে আলাদা থাকতে বাধ্য হয় মঞ্জু মনসুর। বছর দুয়েক হল গোবিন্দ ফের বিবাহ করে। তার দ্বিতীয় পক্ষের এক পুত্র সন্তানও আছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রথম স্ত্রী মঞ্জুর বাড়িতে গিয়ে গোবিন্দ লাঞ্ছনা দিত ও খুনের হুমকি পর্যন্ত দিতে থাকত। আজ সকালে নিজের বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। যদিও শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাননি তারা। এরপর এলাকাবাসীরা খবর দেয় স্থানীয় হাবড়া থানায়। হাবড়া থানার পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ও এলাকাবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গোবিন্দর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পূজাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভদ্রেশ্বরে দুষ্কৃতী আক্রমণে নিহত পুরপ্রধান, ক্ষোভ শাসক মহলেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার ২১ নভেম্বর রাত ১১ টার পরে পুর – প্রধান মনোজ উপাধ্যায় বাইকে করে ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক কর্মী চিন্টু দুবে। প্রত্যক্ষদর্শী চিন্টু দুবে জানান, ভদ্রেশ্বর জি.টি.রোডের ওপর জনা ২০ –২২ জন মিলে পুর – প্রধানকে 'মনোজ দা ' বলে ডাকলে মনোজবাবু গাড়ি থামান। গাড়ি থেকে নামতেই ওই ২০ – ২২ জন তাঁকে ঘিরে ধরলে চিন্টুবাবু স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের ডাকতে যান। ফিরে এসে দেখেন মনোজবাবু গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। মনোজবাবুকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতেই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটক করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার পিছনে রাজু চৌধুরী ও রতনের নাম জানতে পারে পুলিশ।

একসময় এই রাজুর সঙ্গে মনোজের সম্পর্ক ভালোই ছিল। কিন্তু রাজু সমাজের মূল স্রোত থেকে সরে গেলে তার সাথে মনোজবাবুর সম্পর্কের অবনতি হয়। মনোজবাবুর দলের অন্যান্য সহকর্মীদের বক্তব্য বেশ কয়েকদিন ধরেই মনোজবাবুকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। মনোজবাবু খুবই ডাকাবুকো ও সাহসী প্রকৃতির ছিলেন। দলের অনেকে এমনকি মনোজবাবু নিজেও ভদ্রেশ্বর থানায় নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কার কথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু থানা থেকে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে কমিশনারেটের সামনে দলের অনেকেই অভিযোগ করেন। রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী ও সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত বলেন, ''যারা খুন করেছে তারা পাতালে থাক বা যেখানেই থাক সেখান থেকে যেন পুলিশ তাদেরকে খুঁজে বের করে। কাউকে পেয়ার করা হবে না। এটা ভদ্রেশ্বর থানার কলঙ্ক।'' ভদ্রেশ্বর থানার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে তপনবাবু বলেন, থানার পুলিশের কাছে খবর থাকা সত্ত্বেও তারা সুরক্ষা দিল না কেন ? এলাকার মানুষদের বক্তব্য মনোজবাবু শুধুই পুর প্রধান ছিলেন না।

তিনি এলাকার সমাজসেবীও ছিলেন। মানুষের বিপদে সবসময় তিনি পাশে থাকতেন। তিনি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন আপোস করতেন না। মনোজবাবু এলাকাতে অনেক দুষ্কর্ম ও তোলাবাজি বন্ধ করেছিলেন বলে আনেক অপরাধীর কাছে তিনি টার্গেট হয়ে গিয়েছিলেন বলে এলাকাবাসীর বক্তব্য।

হাওড়া পাঁচলায় দুটি স্কুলে লক্ষাধিক টাকা চুরি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : গত মঙ্গলবার রাতে হাওড়া পাঁচলা থানার অন্তর্গত গঙ্গাধরপুর বিদ্যালয় ও গঙ্গাধরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দরজার তালা ভেঙে ২৫টি কম্পিউটার দুটি ল্যাপটপ, দুটি প্রোজেক্টর, নগদ সহ বেশ কয়েক লক্ষাধিক টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। বুধবার সকালে বিষয়টি সকলের নজরে এলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। একদিকে গঙ্গাধরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের তালা ভেঙে ৫টি কম্পিউটার সহ ২৫ হাজার টাকা ও বেশ কিছু নথি নিয়ে পালায়। অন্যদিকে গঙ্গাধরপুর বিদ্যামন্দিরে তালা ভেঙে ২৫টি কম্পিউটার, হার্ডডিক্স সহ লক্ষাধিক টাকার জিনিস চুরি হয়। সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি নজরে এলে তারা থানায় অভিযোগ জানায়। পুলিশ দুটি স্কুলের এই চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কুমীর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের ৩নং ঝড়খালির তপন সরদারের পুকুর থেকে একটি ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা কুমীর বনদফতরের মাতলা রেঞ্জের কর্মচারীরা উদ্ধার করে। পরে কুমীরটিকে সুন্দরবনের আজমালমারীর বিদ্যানদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় কার্যালয়ে কাউন্সিলরদের দেখা মেলা ভার, সঙ্কটে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার অধীনে ৫টি স্থানীয় কার্যালয়েতে কাউন্সিলরদের খুঁজে পাওয়া যায়না। সরকারি টাকায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে এলাকার মানুষের স্বার্থে যে সমস্ত বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে সেখানে জন প্রতিনিধিরা অনেকেই যান না। কাউন্সিলররা যখন খুশি গিয়ে ঘন্টা খানেক হাজিরা দিয়ে বাড়ি চলে আসে। এই অভিযোগ অনেক দিন ধরে করে আসছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের জবাব দেন নিয়ম করে হাজিরা দেওয়া এক কাউন্সিলর। তিনি বলেন কেউ শিক্ষকতা করেন, কেউ ব্যবসা করেন, বিভিন্ন ধরনের কাজে লিপ্ত থাকায় এখানে আসার জন্য গা–ছাড়া মনোভাব দেখায়। এছাড়া রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যন শান্তা সরকার পুরসভায় আসেন বিকেল ৫–৩০ মিনিটে। কোনও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পুরসভার কাজ শুরু করে না। এ কথা জানালেন এক পুরকর্মী। সেই সন্ধ্যায় ভীড় হয় প্রোমোটার ও ঠিকাদারদের। শুধু তাই নয় মিউটেশন বিভাগের কর্মীদের উপর দুর্ব্যবহারও করে ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার। তার নিজের ওয়ার্ডে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গন্ডগোল চলেছিলো। জনগণের কাছ থেকে ভোট আদায় করার পর

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার

বেশ কিছু ওয়ার্ডের কাউন্সিলরেরা দুর্ব্যবহার করে এই অভিযোগও করেছে এক বাসিন্দা। মহামায়াতলায় একই দৃশ্য। একটা, দুটো বা তিনটে বেজে গেলে কাউন্সিলরদের টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না। গড়িয়া স্টেশন স্থানীয় কার্যালয়ের টেবিল চেয়ারগুলো জনপ্রতিনিধিদের অপেক্ষায় কাঁদতে থাকে। বোড়ালেও একই চিত্র। রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার অধীনে পাঁচটি স্থানীয় কার্যালয়– বোড়াল, গড়িয়া স্টেশন, মহামায়াতলা, রাজপুর ও সোনারপুর। মহামায়াতলা কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎপ্রার্থী বলেন এই সব কাউন্সিলরদের কোনও মালকড়ির গল্প থাকলে কাউন্সিলররা তাড়াহুড়ো করে চলে আসে কার্যালয়ে। এমনি সময় দেখা মেলে না। খুব করুণ অবস্থা চলছে স্থানীয় কার্যালয়গুলির। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাউন্সিলরদের বাড়ির পরে গাড়িও কেনা হয়ে গেছে। ওয়ার্ডের প্রোমোটারদের ও কনট্রাক্টরদের সহযোগিতায় কাউন্সিলরেরা বেশ ভালো ভাবে ভবিষ্যত গুছিয়ে নিয়ে এখন ভোগবিলাসে ব্যস্ত। তাদের চেহারা ফুলে ফেঁপে উঠছে। সুতরাং জনপ্রতিনিধিদের এই লাইফস্টাইল দেখে বিস্মিত ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষেরা। এক হাসিন্দার কথায়, সমস্ত কাজ ফেলে এখানে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে সমস্ত দিন বরবাদ হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত দেখা মিললো না। স্থানীয় কার্যালয়ে কোনো রকম বাধাধরা সময় নেই কাউন্সিলরদের উপস্থিতির জন্য। অন্য দিকে ওয়ার্ডগুলো চালায় কাউন্সিলরদের স্বামী বা ছেলেরা। বেশ কিছু ওয়ার্ডের বদনাম হয়েছে। কারণ যাদেরকে নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য নেতারা ফর্দ পাঠায় পার্টির উপরতলার কাছে। তারা ঘুণাক্ষরেও জানে না যে যাকে দাঁড় করানো হচ্ছে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা তিনি দক্ষ কিনা এই রাজনৈতিক মঞ্চে। বহু কাউন্সিলর আছে ঠিক মতো কথা বলতে পারে না ছেলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ছেলে যা বলে বা স্বামী যা বলে সেটাতেই সম্মতি দেয়। নেতারা যাদেরকে সহজ ভাবে পরিচালনা করতে পারবে বা তাদের অধীনে থেকে বাধ্য হয়ে কথা শুনবে তাকেই বেশি পছন্দ করে। সেই মানুষটিকে নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য টিকিট দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়। সে বিধায়ক হোক বা টাউন সভাপতি হোক না কেন। সব চেয়ে দুঃখের কারণ যারা টিকিট দিচ্ছে তারা একবারের জন্য ইন্টারভিউ নেয় না। চোখ বুজে খেলার মাঠের টিকিটের মতন নির্বাচনের টিকিট বিতরণ করে চলেছে। যেটা বাম আমলে হত না।

শীতের শুরুতেই সুন্দরবনে বিদেশি পর্যটকদের ভীড়

সুভাষ চন্দ্র দাশ ক্যানিং– দেশ–বিদেশের অনেক পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন নদী বেষ্টিত লোনা জলের নদী,খাঁড়ি,বাদাবন ও সুন্দরবন তথা বিশ্বের বৃহত্তম এবং হিংস্র দক্ষিণ রায়ের দর্শন করতে। কিন্তু প্রবাদে আছে বাঘের দেখা আর সাপের লেখা। অতএব ভাগ্যে না থাকলে এসব হয় না। গত বেশ কয়েক বছর সুন্দরবনে পর্যটকদের ভীড় তুলনা মূলক ভাবে কম। তার একটাই কারণ বেশির ভাগ পর্যটকদের বাঘ দেখতে না পেয়ে ফিরে যেতে হয়। যাতে করে পর্যটকরা বিমর্ষ হয়ে না পড়ে তার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গত কয়েক বছর আগে ঝড়খালিতে একটি বাঘের উদ্যান করা হয়েছে। এই ঝড়খালিতে মূলত সুন্দরবন জঙ্গল থেকে লোকালয়ে আসা আহত কিংবা বৃদ্ধ বাঘেদের আশ্রয় কেন্দ্র। এখানে বাঘেদের চিকিৎসা যেমন চলে, তেমনই পর্যটকরা ও স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন প্রকৃত সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের স্বভাব,চালচলন। এক কথায় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।

কিন্তু চলতি শীতের মরশুম

শুরুর প্রথম পর্যায়ে সুন্দরবন জঙ্গল লাগোয়ায় যে ভাবে দীর্ঘক্ষণ দক্ষিণ রায়ের দেখা মিলেছে তাতে যে কোনও প্রান্তের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক বাড়িতে বসে থাকতে পারবেন না।

শীত থাকবে প্রায় ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আশা করা যায় আরো অনেকবার প্রকাশ্যে দক্ষিণ রায় অর্থা বিশ্বের হিংস্রতম সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দেখা যাবে। গোসাবা,বাসন্তী,ক্যানিং ট্যুর অপারেটরদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আগামী প্রায় ২ মাসের বুকিং হয়েই গেছে । ইতিমধ্যে দেশ–বিদেশের পর্যটকরা যত তাড়াতাড়ি সুন্দরবন ভ্রমণ করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পেতে পারেন তার জন্য ট্যুরঅপারেটরদের সাথে ঘনঘন যোগাযোগ করছেন। ট্যুরঅপারেটর বাপী রায় জানান, অন্যান্য বছর অফিসে বসে আমাদের মাছি তাড়াতে হতো এবং ভ্রমণার্থীদের সুবিধা মতো খরচ অনেক কমিয়ে লস করে ট্যুর করতে বাধ্য হতে হতো। কিন্তু এ মরশুমে বাঘ দেখতে পাওয়ায় পর্যটকদের বিশাল ভাবে আগ্রহ বেড়েছে,ফলে পর্যটকদের ভীড় সামলাতে আমাদের রাতের ঘুম উবে গেছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছর পর্যটক ব্যবসায় বিশাল লাভের মুখ দেখতে চলেছে যা কিনা রেকর্ড পরিমাণ।

পুলিশের হাতে ধৃত ৫ দুষ্কৃতী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বারুইপুরে ডাকাত ধরার পর এবার ধরা পড়লো সোনারপুরে। সোনারপুরের বিদ্যাধরপুর থেকে গত বুধবার ভোর রাতে ধরা পড়লো ৫জন ডাকাত । পুলিশ সূত্রের খবর, এরা ডাকাতি করতে আসেনি। চুরি করার জন্য এসেছিলো। এরা সবাই স্কন্ধকপুরের বাসিন্দা। এদের বয়স ২৩–২৬ বছরের মধ্যে । সোনারপুর থানা উদ্ধার করে ১টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১ রাউন্ড গুলি, ১টি ভোজালি, ৬টি বোমা ও একটি লোহার রড । পুলিশের জেরায় উঠে আসে

এরা কামালগাজীর বাইপাসে একটি বাড়িতে চুরি করে । । সেই মালগুলো উদ্ধার করে পুলিশ । ১টি ল্যাপটপ,১টি এলইডি টিভি,ও ৬টি মোবাইল এবং সাউন্ড সিস্টেম। এদের নাম অমিত অধিকারী, শেখ রাজু,শেখ ইয়াসিন,সোনু সর্দার,ও বাবলা সর্দার । সোনারপুর থানার আধিকারিক পরেশ রায় বলেন, এরা সবাই দাগী আসামী ।

পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৯ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বারুইপুরের কাছেই কৃষ্ণমোহন স্টেশন এলাকায় ডাকাতি করার জন্য ৯জনের ডাকাত দল জড়ো হয়েছিলো । ছক বানচাল করে দিলো বারুইপুর থানার পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ,হাতে নাতে ধরে ফেললো । সূত্রের খবর –সোমবার রাতে ৯ জন অপরিচিতি কয়েকজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় । পুলিশের গাড়ি দেখে পালাতে শুরু করে । তখনই পুলিশের টিম ৯ জনকে ধরে ফেলে । পুলিশের জেরায় জানা যায়, বারুইপুরে একটি কারখানায় ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তারা জড়ো

হয়েছিলো। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় পাঁচটি ওয়ান শাটার ৯ রাউন্ড গুলি ও ৯টি মোবাইল ফোন । ধৃতরা হল –আবদুল হাই পুরোকাইত,সাদ্দাম খান ,সঞ্জয় মাঝি,আজাহারুদ্দিন লস্কর ,সাইরুল শেখ ,সালাউদ্দিন গাজী ,রিয়াজুদ্দিন বৈদ্য,বাপী মোল্লা। এদের মধ্যে আব্দুল হাই পুরোকাইত ওরফে লাল্টুর বিরুদ্ধে আগে ডাকাতি ও খুনের মামলা রয়েছে । পুলিশের তদন্তে উঠে আসে এরা সকলেই জয়নগরের বাসিন্দা ।

শ্রীরামপুর কলেজের দ্বিশতবর্ষ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ার দ্বিতীয় প্রাচীনতম কলেজ তথা হুগলি জেলার শ্রীরামপুর কলেজের ২০০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থবাবু শিক্ষাক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ টি হয়েছে। ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা ২৫ কোটি থেকে ৪০ কোটি এবং সেখান থেকে ২০০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারচুয়্যাল ক্লাসরুমের জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে সরকার। পলিটেকনিক ও আইটিআই শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে প্রত্যেক ব্লকে আইটিআই ও প্রত্যেক মহকুমায় পলিটেকনিক কলেজ করা হচ্ছে। পার্থবাবু কলেজে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন ছাত্রীদের শিক্ষাদান সবার আগে গুরুত্ব পাবে। এর পাশাপাশি তিনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বহিরাগতদের গুন্ডামি ও গন্ডগোল নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন কোনও ছাত্র যেন গন্ডগোলের ভাগীদার না হয় কিংবা কলেজে বহিরাগতদের চাপ যেন না থাকে। শ্রীরামপুর কলেজের দুশো বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি পার্থবাবু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ত্রয়ী উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরির মূর্তিতে মাল্যদান করেন ও বৃক্ষরোপণও করেন।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই ভারতে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড এই মিশনারি ত্রয়ী শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধারে অল্ডরিন হাউসে মাত্র ৩৭ জন ছাত্র নিয়ে এই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেইসময় শ্রীরামপুর ছিল ডেনমার্কের উপনিবেশ। তখন ডেনিস রাজ ফ্রেডারিকের নামানুসারে শহরের নাম হয় ছিল ফ্রেডারিক নগর। এই শিক্ষাসংস্কারের জন্যই মিশনারি ত্রয়ী শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে বিখ্যাত। পরবর্তীকালে ডেনমার্ক সরকারের দেওয়া প্রায় ১০ একর জমিতে নিজস্ব ভবন তৈরি করে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলেজ এখনকার বর্তমান জায়গায় চলে আসে। কলেজের সিঁড়ি এবং ঢালাই করা লোহার মূল গেট দিনেমারদের রাজার উপহার। এরপর ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক এক রাজকীয় সনদের মাধ্যমে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের

মর্যাদা দেন। ডেনমার্কের ঔপনিবেশিক শাসনে কোপেনহেগেন ও কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই শ্রীরামপুর কলেজ। বর্তমানে এই কলেজে প্রায় ৩,৫০০ জন ছাত্র – ছাত্রী পড়াশোনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে শ্রীরামপুরের পুর – প্রধান অমিয় মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীরামপুরের প্রভাসনগরে সরকারের খাস জমিতে কলেজের ক্যাম্পাস তৈরি, নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি,কলেজ সংলগ্ন রাস্তায় ঢাল বরাবর সরকারের গ্রিন সিটির মাধ্যমে আলোকিত ও সৌন্দর্য্যায়ন করা, কলেজের আদি ভবন অল্ডরিন হাউসের মালিকানা খুঁজে বের করে তার ভগ্নদশা কাটিয়ে তার সংলগ্ন জমি কলেজকে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি একগুচ্ছ প্রস্তাব উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধর্মতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ডঃ এস. তেমজেন. ইমচেন, কলেজের প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, বর্তমান সহকারী অধ্যক্ষ ড. বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, বিশপ ড. জন.এস. সদানন্দ প্রমুখ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর

রাজ্যে মুকুলের হাত ধরে নয়া বিপ্লব

তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত সাংসদ কুণাল ঘোষ কিছুদিন আগে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের কথা। সেটা শুনে সবাই যে যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছে তা বলাইবাহুল্য। কারণ এতদিন পর্যন্ত বিপ্লব বলতে নভেম্বর বিপ্লবের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ত। তাছাড়া দীর্ঘদিন বাম শাসনে থাকা বাঙালি নভেম্বর বিপ্লবের কথাবেশ ভালোই বোঝে। রাশিয়ার বুকে জারতন্ত্রের অবসানে যে ঐতিহাসিক লড়াই সংগঠিত হয়েছিল কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে তাকে শুধু বাঙালি কেন, কুর্নিশ করে সমস্ত সভ্য জগত। আসলে অত্যাচারের তো কোনও রঙ–রূপ নেই। সুতরাং তার বিরুদ্ধে কালে কালে গর্জে উঠেছে বিভিন্ন জনজাতি। তাই এই লড়াইকে আবার কমরেডদের পেটেন্ট ভাবলে চলবে না। বরং আমাদের রাজ্যে গরিবদরদী পার্টির ছদ্মবেশে ক্ষমতাসীন হয়ে বামেরা কি অত্যাচারটাই না করেছে তা আজও ভুলতে পারেনি বঙ্গবাসী। সেদিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে পালাবদল ঘটেছে তাও এক বিপ্লব বটে। যা মেকি কম্যুনিস্টদের উৎখাত করেছে বাংলার মৌরসিপাট্টা থেকে। তবে কুণাল ঘোষের কথায় যে অক্টোবর বিপ্লবের কথা উঠে এসেছে আদতে তা হল হালফিলের রাজ্যের অরাজক শাসনের অবসানের বিরুদ্ধে নয়া আন্দোলনের পটভূমিকাকে ঘিরে। আর এই মুহূর্তে তার কেন্দ্রীয় চরিত্র একদা তৃণমূলের নম্বর–২ মুকুল রায় সেটা বোধহয় উল্লেখ না করলেও চলে। এখন ঘটনা হল কি করবেন মুকুল? কিভাবে তাঁর প্রাক্তন দলের সিঁধ কাটবেন? কারণ পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির সুবাদে আর কিছু না হোক রাজ্যের প্রতিটি জেলায়, সব ব্লকে নিজস্ব 'জো–হুজুর' বাহিনী নিঃসন্দেহে গড়ে তুলতে সফল হয়েছে তৃণমূল। এতে চিড় ধরানো খুবই কঠিন কাজ। তবে যেহেতু মানুষটার নাম মুকুল রায়। তাই আশা রয়েছে যথেষ্টই।বিশেষ করে রাজ্যের তৃণমূল বিরোধী (পড়ুন মমতা বিরোধী) শিবির যেতেন প্রকারে এই লড়াই জিততে মুকুলের দক্ষতার ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু বাম–কংয়ের অবস্থান প্রায় একরকম। নিজেদের নাক কেটে দরকার হলে বিজেপি শাসিত রাজ্যের আচ্ছাদনে থেকে তাঁরা মমতা–বিদায় দেখতে চান। বস্তুত এইজন্যই দীর্ঘদিনের বৈরিতা দূরে সরিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে কাছাকাছি চলে এসেছিল কং–বাম। যদিও তার পরিণতি যে কি মারাত্মক হয়েছে তা না বললেও চলে। বিশেষ করে ৩৪ বছরের শাসক বামেদের যে মাজা একেবারে ভেঙে গিয়েছে তা বিভিন্ন ঘটনায় পরিস্কার। এমতাবস্থায় ঘাসফুল বিরোধীরা এখন 'মুশকিল আসান' ভাবতে শুরু করেছেন মুকুল রায়। সেক্ষেত্রে তাদের যুক্তি, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।' কিন্তু কাঁটা বাছতে গিয়ে তারা যে ক্রমশ উজাড় হতে বসেছেন তা বোধহয় স্মরণে নেই এই নির্বীষ বিরোধীদের। তা বলে টিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ফাঁকা মাঠে গোল দেবেন তার জো নেই মুকুলের এই গৈরিকীকরণের অব্যবহিত পর থেকে। এখন দেখার মুকুলের বিপ্লব কোন মাসের বক্স–অফিস পায়।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

এই সৎপ্রবৃত্তি সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে মুমুক্ষুত্ব। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল যোগের লক্ষ্য আত্মার মুক্তি এবং প্রত্যেক যোগই সমভাবে একই লক্ষ্যে হইয়া যায়। বন্ধু প্রধানতঃ ধানের দ্বারা, খ্রিস্ট প্রার্থনা দ্বারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, মানুষ কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রিস্ট ছিলেন ভক্ত, কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝা কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যেমন অশুভ বন্ধন হইতে, তেমনি শুভ বন্ধন হইতেও মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও শিকল। আমার আঙুলে একটি কাঁটা ফুটিয়াছে, আর একটি কাঁটা দ্বারা ঐ কাঁকাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোলা হইয়া গেলে দুটি কাঁটাই ফেলিয়া দিলাম। দ্বিতীয় কাঁটাটি রাখিবার দরকার

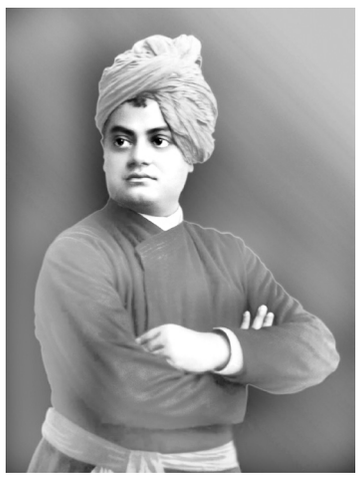

নাই, কারণ দুটিই তো কাঁটা। এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি দূরীভূত করিয়া সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে হইবে, যতদিন না যাহা কিছু মন্দ, তাহা প্রায় অন্তর্হিত হয়, অথবা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মনের এককোণে বশীভূত ভাবে থাকে, কিন্তু তারপর শুভ সংস্কারগুলিও জয় করিতে হইবে। এরূপে আসক্ত মন ক্রমে অনাসক্ত হইয়া যায়। কর্ম কর কিন্তু ঐ কর্ম বা চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আসুক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্গ উৎপন্ন হউক,কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে।

ইহা করিবার উপায় কি? আমরা দেখিতে পাই, যে কার্যে আমরা আসক্ত হই, তাহারই সংস্কার থাকিয়া যায়। সারা দিনে শত শত ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাকে আমি ভালবাসি।রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্টি মুখগুলির বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

ফেসবুক বার্তা

বাংলার হাস্যরস জগতের অন্যতম শিরোমণি রবি ঘোষের জন্মদিনে তাঁকে স্বমেজাজে দেখা গেল ফেসবুকের দেওয়ালে।

মহান রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে আশা–হতাশায় ঋদ্ধ ভরাঝুলি

নির্মল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী''... খুব সত্যি কথা যা পাইনি, তা কেন পাইনি এই প্রশ্নে মনকে ভারাক্রান্ত করা সীমাহীন মুর্খামি। না পাওয়ার হিসাব কষতে বসলে যা পেয়েছি যতটুকু পেয়েছি তার আনন্দ রস থেকেও এক প্রকার বঞ্চিত হতে হয়। না পাওয়ার বেদনা, সীমিত পাওয়ার আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে। বিষাদ ভারাক্রান্ত মনে পথ চলার স্বাভাবিক গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। তাই কবি আবার লিখলেন—''না হয় আমার যা হয়েছে তাই হল, আরো কিছু নাই হলো, নাই হলো, নাই হলো।'' এই উপক্রমণিকাটুকুর প্রয়োজন হল ''রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ'' থেকে আমাদের লাভালাভের কথা মনে রেখে। একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবে সে যদি বাম সরকার ক্ষমতায় থাকত আর রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ তারা উদযাপন করতে তাহলে তার প্রচার, জাঁকজমক হৈ চৈ যেভাবে হতো এখন তার সহস্রভাগের এক ভাগও হচ্ছে না। যদি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ২০১৭ সালেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত তা হলেও সারা পৃথিবী জুড়ে রুশ বিপ্লবের গৌরব গাঁথা নিয়ে যারপরনাই মাতামাতি হত সন্দেহ নেই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসের ফলে আজ আরে কোথায় সমাজতন্ত্রের চিহ্ন নেই। ফলে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে জয়গান শোনাবার লোকও বিরল হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশ আজ বিপ্লবমুক্তি ঘটিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলছে। অথচ রুশ বিপ্লবের সাফল্যের ফলে পৃথিবীর শ্রমজীবী খেটে খাওয়া শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রত্যাশা ছিল গগণচুম্বী। মানুষ মানুষকে শোষণ করছে, মালিক শ্রমিককে শোষণ করছে। জমিদার চাষিকে শোষণ করছে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে এই চিত্রকে মুছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বার্তা দিয়েছিল রুশ বিপ্লবের সাফল্য। অথচ মাত্র ৭৫–৮০ বছরের মধ্যে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা কোথায় সব ভেসে গেল কোন বিপর্যয় নামানো স্রোতে।

আমি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নই। তাই কেন সমাজতন্ত্র ভেঙে গেল কোথায় তার গলদ ছিল। এই সব বিষয়ে আলোকপাত করতে অপারগ। তবে দর্শনগত দিক নিয়ে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। মার্কেসের তত্ত্ব অনুযায়ী খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে সমাজে মালিক–শ্রমিক এই যে দুটি শ্রেণী বিদ্যমান আছে এদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক। মালিক শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা করে। তাই শ্রমিক শোষণ অনিবার্য। মার্কস নিদান দিলেন যে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য একশ্রেণিকে ধ্বংস করে শ্রেণিহীন সমাজ গড়তে হবে। আর শ্রেণিহীন সমাজ হলেই শোষণ হীন সমাজ গড়ে উঠবে। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে বলে আসছে সেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তবেই শ্রেণিহীন সমাজ গঠন সম্ভব হবে। আর শ্রমিক কৃষক ঐক্যের ভিতরে বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শ্রেণিহীন ব্যক্তি মালিকানাহীন নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। আর এই তত্ত্বকে হাতে কলমে পৃথিবীর বুকে প্রথম রূপ দান করে রুশ বিপ্লব। শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাশিয়ায়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর দশদিন লড়াই করে জারতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি। যা ইতিহাসে দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। এরপরই মার্কসের তত্ত্ব আর লেনিনের বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। চিন, ভিয়েতনাম, পূর্ব জার্মান, কিউবা, চেকশ্লোভকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া ইত্যাদি দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে শুরু করে সংগ্রাম এবং জয়ী হয়ে শ্রমিক শ্রেণির সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

ইতিহাসের অন্যান্যতা এইখানে যে রুশ বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশের সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় লাল কালিতে ব্যর্থ বিপ্লব বলে অভিহিত হবে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো ভাঙার জন্য বাইরের কোনও শক্তির প্রয়োজন হয়নি। নিজ নিজ দেশে নিজেরাই তা ভেঙে দিয়েছে।

রাষ্ট্র গঠনে এতোদিনের

ইতিহাস ছিল অগ্রগতির ইতিহাস। সেই দাসপ্রথা অবলুপ্তি। সামন্ততন্ত্রের পরাজয়। রাজতন্ত্রের নিগড় বন্ধন থেকে মানবমুক্তি আনল গণতন্ত্র আবার গণতন্ত্রের থেকেও উন্নত শাসন ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এ সবই ক্রম অগ্রগতির ইতিহাস। একমাত্র সমাজতন্ত্র ভেঙে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাস হল পিছন থেকে ইতিহাসের গতিপথ ঘুরে যাওয়া। একটা তন্ত্র বা ইজম প্রতিষ্ঠার জন্য শত সহস্র মানুষের আত্মবলিদান আপাত অর্থে ব্যর্থ হল বললে খুব ভুল বলা হবে না। কিন্তু সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসের একটা স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন হয়েছিল। সাময়িক কালের জন্য শ্রমিক কৃষকের শোষণ মুক্তি ঘটেছিল। দেশে দেশে শিল্প, সংস্কৃতি ও শ্রমিক শ্রেণির পার্টি কমিউনিস্ট আন্দোলনে জোয়ার এসেছিল। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ভয় পেল। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের আর দাবিয়ে রাখতে পারল না। সারা পৃথিবী দুভাগে ভাগ হল পুঁজিবাদী শিবির আর সমাজতান্ত্রিক শিবির। নেতৃত্বে ছিল আমেরিকা আর অন্যের নেতৃত্বে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। পুঁজিবাদী দুনিয়া বিপ্লব ভীতিতে দুর্বল হল। তারা শ্রমিকদের শোষণের রাশ কিছুটা আলগা করল। শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি বেশি পরিমাণে দিল। আসলে শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লব থেকে দূরে রাখার জন্য মালিকরা তাদের উন্নতমানের জীবনযাপনের দিকে নজর দিল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভবিষ্যত নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করল। এক কথায় বলতে গেলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণ রূপ আজ দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রে তা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল রুশ বিপ্লবের ভয় থেকে। শ্রমিকদের ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা ধরে খাটানো এবং মনুষত্ব্যের জীবনযাপনে বাধ্য করার যুগের অবসান হয়েছিল কিন্তু রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পরই। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'– গগন বিদারী এই শব্দে পুঁজিবাদের ভিত কেঁপে গিয়েছিল। তাই পুঁজিবাদ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য নব্য প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সার্বজনীন শিক্ষা, বিশেষ করে নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারীর ভোটাধিকার, নারী পুরুষের সমানাধিকার আইনসিদ্ধ হল। পৃথিবীর যেখানে যেখানে রাজতন্ত্র ছিল তার দ্রুত অবসান হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। মানুষের চিন্তাজগতে মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লবের অবদান কম নয়। ভাগ্য ও ও ঈশ্বর দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত এই ধারণার বিরুদ্ধে আগেও ফরাসী বিপ্লবের কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, মার্কসবাদ হচ্ছে একটা বাঁচার পদ্ধতি ''কনক্রিট অ্যানালিসিস অফ এনি কনমেনান্স ইজ কলড মার্কসইজম''। দেশে বিদেশে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ল। শোষণের রূপ ও তার নিরসনের পন্থা মানুষ জানল। এই সত্য জানার জন্য মানুষ নৈতিক ও চারিত্রিক বলে বলীয়ান হল।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ মানুষের সংখ্যা কমে গেল। শোষন মুক্তির স্বপ্নে একদল নেতা কর্মী দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মানুষ বিকল্পের সন্ধান পেল এবং সমর্থন করল।

আবার আজ সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের পর আমাদের দেশ নানান সংকটে অবর্তিত। যেহেতু দেশে আর বিপ্লব ভীতি নেই। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বেপরোয়া। লক্ষ লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগ নেই। শিক্ষা থেকে জনস্বাস্থ্য আজ সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কোটি কোটি বেকার আজ ন্যূনতম মজুরির বিনিময়ে ১২–১৪ ঘন্টা কাজ করছে। যেহেতু বামপন্থা আজ শক্তিহীন তাই সরকারও প্রো–মানুষের ছদ্মবেশে পুঁজিবাদের সেবায় মগ্ন হয়েছে। লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দিচ্ছে শিল্পপতিদের। ভোটের জন্য গিমিকের রাজনীতির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ২ টাকা কেজির চাল গম দিয়ে মানুষকে ভিখারি করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি চাকরিতে কেবলই অস্থায়ী নিয়োগ হচ্ছে। বছরে লক্ষ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করছে তবুও বিকল্প আদর্শের অভাবের জন্য কৃষক আন্দোলন ঘনীভূত হচ্ছে না। নতুন করে ভারতবর্ষে জাতপাত মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্মের নামে, জাতের নামে সম্প্রদায়ের নামে মানুষ খুব সহজেই সংগঠিত হচ্ছে। এবং রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের জন্য তাদের প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছে। দলের কর্মীদের সামনে কোনও আদর্শের কথা বলতে পারছে না। ফলে সরকারি ক্ষমতায় থাকলেই কর্মীরা তোলাবাজির অধিকার পেয়ে যাচ্ছে ব–কলমে। প্রশাসন রাজনীতির রঙে গা ভাসাচ্ছে। তাই পার্টির নামে টাকা নেওয়াটাকে অপরাধ বলে মনেই করে না। আর আদর্শহীন কর্মীদের মধ্যে ফেলো ফিলিং থাকে না। তাই তারা বখরা নিয়ে নিজেরাই মারামারি খুনোখুনি করছে প্রতিদিন। তার ছায়া পড়ছে জন সমাজের উপরেই। বাংলায় এককালে কমিউনিস্ট আন্দোলন বেশি হয়েছিল। মানুষের আশা ভঙ্গ হওয়ার দরুণ রাজ্যের মানুষ আশাহত। তাই যা চলছে চলুক এই ভাবেই নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত। সমাজের শত শত জঘন্য অপরাধের বাড়বাড়ন্ত দ্রুত হচ্ছে। পুঁজিবাদের পুঁতিগন্ধময় অবশেষকে যতটা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক কেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাটাই অনিবার্য। ছেলে সম্পত্তির জন্য মা, বাবাকে খুন করছে। স্ত্রী স্বামীকে খুন করছে, স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে। লাগামহীন ভোগ–লালসার কাছে হার মানছে নারীর সম্মান, মানবতা। রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের পর সারা বিশ্ব জুড়ে একটা আদর্শহীনতা, একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে যা পুরণ করতে পারছে না পুঁজিবাদ। তাই আজও পৃথিবীর ৩৮ শতাংশ জনগণ খালি পেটে ঘুমোতে যায়।

অবৈধ সম্পর্ক গ্রাস করছে সমাজকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ বৈধ–অবৈধ এই শব্দ দুটি এক একজন মানুষের কাছে এক এক রকম। প্রাচীন কাল থেকে এ নিয়ে নানা বিতর্ক চলে আসছে। নানা মুনির নানা মত। বিতর্ক, বিশ্লেষণ যাই থাক এই অবৈধ শব্দটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু অনৈতিক কাজকর্মের ছবি। এ এমনই এক মোহময় পথ যে পথে থাকে ক্ষণিকের আনন্দ ও উন্মাদনা। এ এমনই এক মাতাল করা নেশা যা ভুলিয়ে দেয় সব ভবিষ্যতের সু–ভাবনাকে। তখন কে পিতা, কে মাতা, কে স্বামী, কে সন্তান, কে পরিবার, সব কিছুর উর্দ্ধে শুধু আমি আর আমি। কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো গোপনে চলতে থাকা এমন দিশাহীন জীবন আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। গভীর ক্ষতের দগ্ধ ঘা নিয়ে চলমান যেন এক অশরীরী আত্মা। যা মন, মানসিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায্য–অন্যায্য, সততা, মানবিকতা, রুচি ও শিক্ষাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বারবার। আধুনিকতা, অতি আধুনিকতা, পশ্চিমী সভ্যতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে গড্ডালিকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিবাহিত অবিবাহিত যুব সম্প্রদায়ও ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে এমন সব দিশাহীন সম্পর্কের জালে।

এমন অবৈধ সম্পর্ক গ্রাস করে ফেলছে আমাদের দিন দিন। যা সত্যিই খুব দুশ্চিন্তার সমাজের কাছে। দিনের দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এর প্রবণতা। তবে এর সূত্রপাত কবে,কোথা থেকে হল তা বলা মুশকিল। একটা ভুলের জন্ম হয়. আর একটা ভুল থেকে। কিন্তু সেই ভুল গুলোকে ঠিক করে মানিয়ে নেওয়ার সহনশীলতার বড্ড অভাব আজকের দিনে। আর যার ফল হচ্ছে ভয়ঙ্কর। এমনতর সম্পর্ক গুলো মাত্রারিক্ত ভাবে বেড়ে চলেছে দিন দিন। অবৈধ সম্পর্ক গুলোকে পরকিয়া প্রেমের মোড়কে মুড়ে নতুন এক বিনোদনের দুনিয়ায় মত্ত সমাজের এক শ্রেণী। আমরা সেই অনেক আগে রবি ঠাকুরের জীবন ও লেখায় এমনতর বির্তকিত সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমরা যেন উত্তরসূরী হয়ে,সেই পথকে ভালোভাবে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

তবে এটুকু স্পষ্ট বর্তমান সমাজে যেভাবে অবৈধ সম্পর্ক বেড়ে চলেছে, দিন দিন টিভির পর্দায় ও পেপারে নিত্য এমনতর ঘটনার ছবি ভেসে ওঠে তা যে গভীর অশনি সংকেত বহন করছে তা বলাই বাহুল্য। তবু আমরা সচেতন নই। পরিনাম ভয়াবহ হবে জেনেও সেই আগুনেই ঝাঁপ দিতে পিছ্পা হচ্ছে না অনেকেই। বিবাহিত থেকে শুরু করে অবিবাহিত সকল স্তরই এই মোহে আচ্ছন্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অনেকাংশে দায়ী। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মানুষ তাদের নিজেদের সম্পর্ককে ভুলে গিয়ে অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। ফেসবুক, টুইটার, আরও নানান সোশ্যাল মাধ্যম গুলোর দ্বারা মুহুর্তেই হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে গোটা রঙ্গিন দুনিয়া। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে বিভোর সবাই। এমন চলতে থাকলে যা অদূর ভবিষ্যতে খুবই চিন্তার কারণ। শুধু চিন্তা নয় তা হয়ে উঠতে পারে দুর্বিষহ। আজ অধিকাংশ স্বামী–স্ত্রী থেকে শুরু করে অবিবাহিতরাও তাদের সম্পর্কে বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারছে না তারও কারণ ওই অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়া।

অবিবাহিতদের থেকে বিবাহিতরা দিনের পর দিন যেন বেশী মাত্রায় জড়িয়ে পড়ছে। ভুলে যাচ্ছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। হারিয়ে ফেলছে নিজেদের স্বাভাবিক বিচার ক্ষমতা। আর যখন বুঝতে পারছে তখন সব কিছুই শেষ। কত যত্নে সাজানো স্বপ্নের বাগান এমন করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা আমরা পেপার, টিভিতে আকছার দেখতে পাচ্ছি। এই অবক্ষয় আসলে সামাজিক দৈন্যতা। আমরা কেউই তার দায় এড়াতে পারিনা। গভীর থেকে গভীরে রোপিত আছে সেই ক্ষতের বীজ। বিশ্লেষণ করলে যা আরও ব্যাপক দিককে তুলে ধরবে। যাক আজ আর সেই গভীরতায় নাইবা গেলাম।

আজকাল আবার একটা প্রবণতা হয়ে দাঁড়িছে এক শ্রেণীর বা স্তরের শিক্ষিত মানষদের মধ্যে। লিভ টুগেদার। আমাদের বাঙালিয়ানাতেও যা থাবা বসাচ্ছে আজকাল। অবিবাহিতরা লিভ টুগেদার করতে গিয়ে ডেকে আনছে বিপদও। যদিও বিষয়টা বির্তকের। এক এক জন সমাজ ও মনো–বিশেষজ্ঞ এক এক রকম মতামত পোষণ করেন এর ভালো মন্দ নিয়ে। তবুও কোথাও যেন একটা দারুণ খটকা লাগে। তবে কি কোথাও নিজেদের বিশ্বাসের ওপর আস্থাহীন হয়ে পড়ছি না তো আমরা দিন দিন! পুরনো প্রকৃতির রীতি – নীতি সবই কি ভুল? সবই কি মূল্যহীন? বড় বিস্ময় জাগে।

অতি সাহসিকতা বয়ে আনছে গোপন ক্রাইম। নিজের অজান্তেই আমরা যে একটা ক্রাইম করে চলেছি আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না। এই যে লিভ টগেদার করার সময় অনেক দুঃসাহসিক কপোত কপোতিরা লিভ টুগেদারের ছবি মোবাইলবন্দি করে রেখে পরে তাদের ব্ল্যাকমেলও করছে। আর যার ফলে ঝরে পড়ছে কত তাজা প্রাণও। সম্প্রতি রাজ্যে এক সাংসদের জীবনেও ঘটেছে এরকমই এক ঘটনা।

আবার বিবাহিতরাও ঠকিয়ে চলেছে তাদের স্বামী,স্ত্রীদের। দিন দিন বাড়ছে পারিবারিক ভাঙন। ভুল পথ বাড়িয়ে দিচ্ছে সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহকে। মিথ্যা সম্পর্ককে ঢাকতে গিয়ে বাড়ছে মিথ্যা বলার প্রবণতা। মিথ্যের আশ্রয় থেকে বোপিত হচ্ছে ভবিষ্যতের ক্রাইমের বীজ। স্বামী,স্ত্রীদের সন্দেহের ফলে বাড়ছে সাংসারিক কলহ। ফলে ভেঙে যাচ্ছে সুখের সংসার। যার প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে পড়ছে সন্তান সন্ততির ওপরেও।

মান্না দে এর শেষ বিখ্যাত গানের লাইনের কথাগুলি তুমি আমি আর আমাদের সন্তান, এই নিয়ে পৃথিবী। এখন একান্নবর্তী পরিবার তো নেই বললেই চলে। যা আছে তুমি,আমি আর আমাদের সন্তান । তাও আজ আবেগের বশবর্তী হয়ে মোহের পিছনে আবদ্ধ হয়ে শেষ করে ফেলছি আমরা নিজেরাই।

আমাদের সমাজে একটা জিনিস খুবই প্রচলিত প্রায় অধিকাংশ অল্প শিক্ষিত মানুষরা অশিক্ষিত মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখি, তাদের মানুষ বলেও মনে করিনা। তাদের একটু ভুল হলেই সমাজ রে রে করে ওঠে। যেন পান থেকে চুন খসলেই আমাদের গেল গেল রব । অথচ আজও অর্থের জোরে কত অবৈধ বৈধ হয়ে যাচ্ছে! সমাজে অল্প শিক্ষিতই হোক বা শিক্ষিতই হোক তারাই সবচেয়ে বেশি অবৈধ সম্পর্কের বার্তাবহ। তারা নিজেদের এত বড়ো ন্যায় দন্ড' ভাবে যে তাদের লেজে পা দেওয়ার দুঃসাধ্য নেই। তারাই যেন ন্যায নীতির ধারক বাহক। বরং বলা যায় তুল্যমুল্য ভাবে সমাজে খেটে খাওয়া অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এই নোংরা সম্পর্ক নেয় বললেই চলে, তারা সমাজে সুখী মানুষ।

বীরভূম

শৌচাগার দিবস ও ডেঙ্গু সচেতনতা

অভীক মিত্র : বিশ্ব শৌচাগার দিবস এবং ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো মুরারই ও মাজিগ্রামে গত ২০ই নভেম্বর। বন্ধন ব্যাঙ্ক,মুরারই–১ নং ব্লক,মুরারই–১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এবং মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বিশ্ব শৌচাগার দিবস পালিত হয়। রবিবার ছুটি থাকায় পরেরদিন সোমবার পালন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী,আশাকর্মীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে একটি র‍্যালি মুরারই–১ নং ব্লক অফিস থেকে বেরিয়ে মুরারই গ্রাম পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ নং ব্লকের বিডিও, মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল বিন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার উদ্যোগে বিজ্ঞানকর্মীরা সকাল আটটায় সংগঠনের ব্যানার নিয়ে মাজিগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ব্লিচিং ছড়ানো,ডেঙ্গু সম্পর্কিত লিফলেট বিলি,পোস্টারিং ও পথসভার মাধ্যমে কর্মসূচি সম্পন্ন করে। উপস্থিত ছিলেন মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার সম্পাদক উত্তম দাস,মিঠুন দাসসহ অন্যান্য সংগঠকবৃন্দ। জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠন তথা মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, ' রোজ নানাপ্রান্তে ডেঙ্গু আক্রান্ত হবার খবর পাচ্ছি। তাই আতঙ্কিত গ্রামবাসীদেরকে ভয়মুক্ত ও সচেতন করতে প্রশাসনের পাশাপাশি আমরাও এইধরনের কর্মসূচি নিয়ে চলেছি। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে কর্মসূচিটি উৎসবের মেজাজ নেয়।

নবান্ন উৎসবে ভক্তের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১লা অঘ্রান শনিবার মীর সাহেবের নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তের ঢল নামলো রাজনগরে। প্রায় ৬০০ বছর আগে সুদূর আফগানিস্তান থেকে রাজনগর এসেছিলেন সুফি সাধক মীর মহম্মদ হোসেনী চুনুরুদ্দিন ওরফে মীর তকি। ছোটোবাজারের দত্ত পরিবারে উঠেছিলেন। তাঁর অলৌকিক কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় লোকজন চমকে গিয়েছিলেন। তিনি জীবন্ত সমাধি নেন। সমাধিস্থল 'মীর সাহেবের মাজার' নামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে এক পবিত্র স্থান। প্রতি বছরের ন্যায় এইবছরও ১লা অঘ্রান চিরাচরিত প্রথা মেনে মীর সাহেবের মাজারে অনুষ্ঠিত হলো 'নবান্ন উৎসব'। অরুপ দত্ত বলেন, 'মীর সাহেবের নবান্ন উপলক্ষ্যে তারাই প্রথম নতুন ধানের চিড়ে তৈরি করে নিবেদন করেন মীর সাহেবকে। একদিনেই মাঠ থেকে ধান সংগ্রহ করে তৈরি হয় এই চিড়ে।' রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু বলেন, 'হিন্দু মুসলমানের এই মিলন মেলায় এই মীর সাহেবের মাজারে অন্তরের টানে প্রতি বছরে আসি।' মাজার কমিটির সভাপতি সৈয়দ বজলে রহমান বলেন, 'মীর সাহেবের মাজার জাতি ধর্মের বেড়া ভেঙে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এক শান্তি ও সম্প্রীতির ঠিকানা। তাই আজ মানুষ দলে দলে মাজারমুখী।' নবান্ন উপলক্ষ্যে মাজার এলাকায় বসেছে একদিনের গ্রামীণ মেলা। শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে চলে বিকিকিনিও।

পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে রক্ত দিলেন চিকিৎসক পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন চিকিৎসক পুত্র। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম শতবর্ষ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত ডা: মোতাহার হোসেনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলা সংখ্যালঘু সেল ও মুরারই–২ নং ব্লক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯ ও ২০ই নভেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় পাইকর কংগ্রেস পার্টি অফিসে। সোমবার রক্তদান শিবিরে রক্ত দেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত ডা: মোতাহার হোসেনের পুত্র চিকিৎসক মোশারফ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি,বীরভূম জেলা মাইনোরিটি সেল চেয়ারম্যান মহ: আসিফ ইকবাল রাসেল,কংগ্রেস নেতা সাইফুল ইসলাম সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। দশজন মহিলা সহ মোট ৮৫জন রক্তদান শিবিরে রক্ত দেন। টিফিন,মিনারাল ওয়াটার,মুড়ি ও ঘুগনি খাওয়ানো হয়। রক্তদান শিবিরে কচিকাঁচা থেকে বয়স্ক মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। কিষান খেত মজদুর কংগ্রেস ও ময়ূরেশ্বর–২ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম শতবর্ষ কোটাসুরে ১৯শে নভেম্বর পালিত হয়।

সাঁইথিয়ায় ধর্ষণে গনপিটুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। সাঁইথিয়া পুরসভার ২নং ওয়ার্ডের ধর্মরাজতলাপাড়ার ১৭ই নভেম্বর রাত্রি আটটার ঘটনা। নাবালিকা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়রা অভিযুক্ত যুবক গুড্ডু সাহানিকে ধরে গণপিটুনি দেওয়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গুড্ডু সাঁইথিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিধানসভার সচিবের দ্বারস্থ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকার উন্নয়নের জন্য বিধানসভার সচিবের কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন বীরভূম জেলার হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক আইনজীবী মিল্টন রশিদ। তারাপীঠ,বাসোয়া,লোহাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। মাড়গ্রামকে পৌরসভা,মাড়গ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে মডেল স্বাস্থ্যকেন্দ্র,বলরামপুর গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি,আকালীপুর এবং ভদ্রপুরকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র,লোহাপুরে একটি নতুন থানা চালু করতে হবে। দ্বারকা নদীর ব্রিজ,ভদ্রপুর ব্রাহ্মণী নদীর উপর ফুল্লরাতলাঘাটে কজওয়ে, ব্রাহ্মণী নদীর উপর দেবগ্রাম ঘাটের সেতু তৈরি করতে হবে। এছাড়াও ছিলো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি। এর আগেও নিজের এলাকার একাধিক সমস্যার কথা বিধানসভায় তুলে ধরেছেন হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক আইনজীবী মিল্টন রশিদ।

পথদুর্ঘটনা, রণক্ষেত্র বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বীরভূম। ২০ই নভেম্বর ৬০নং জাতীয় সড়কের চিনপাই গ্রামের কাছে ডাম্পার ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এরফলে সরকারি বাস, ডাম্পার চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ খয়েরবুনি চেকপোস্টে সরকারি বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় সমিতা মাজি এবং শিখা মাজি। গুরুতর জখম হয়ে শিখা মন্ডল বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিলপাড়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। জখম হয়েছেন একজন। ১৮ই নভেম্বর সকালে রাইপুর ৬০নং জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় একজনের। এরপর উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। লাঠি,বাঁশ উচিয়ে পুলিশকে তাড়া করে উত্তেজিত জনতা। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৬ই নভেম্বর নাকড়াকোন্দা গ্রামে ধানবোঝাই লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় ৪ বছরের পল্লবী দাস। ১৫ই নভেম্বর রাত দুটো নাগাদ পুকুরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দোকানে ঢুকে পড়ে একটি লরি। রাতে দোকানে কেউ না থাকায় কেউ আহত হয় নি। পলাতক চালক ও খালাশি।

একাধিক মন্দিরে চুরি, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত পড়তেই একাধিক মন্দিরে রাতের অন্ধকারে ঘটলো চুরির ঘটনা। পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ১৭ই নভেম্বর গভীর রাতে জুলুন্দি গ্রামের তিনটি মন্দিরে চুরি হয়। ৫০০ বছরের প্রাচীণ রাধাবিনোদ মন্দিরে কোষ্ঠী পাথরের বিগ্রহ সহ পূজার সমস্ত উপকরণ এবং শিব ও হনুমান মন্দিরের পুজোর সামগ্রী চুরি হয়। ১৮ই নভেম্বর সকালে পুলিশের গাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। নানুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বকখালি সমুদ্রতটে বালি পাচারের অভিযোগ ভিত্তিহীন : সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের বকখালি সি বিচ থেকে গত ২ নভেম্বর লরি লরি সাদা বালি তুলে এক কনট্রাকটর এজেন্সি বকখালি ব্রিজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র সৈকত সহ ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর মৌজার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার মুখে। নদীবাঁধ ভাঙন সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যার জন্য এলাকার মানুষ উদ্বিগ্ন। এমনকি যারা বালি তুলছে তাদের কাছে কোনও বৈধ অনুমতি নেই। পুলিশকে অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এমনি

অভিযোগ করে গত ১৩ নভেম্বর লক্ষ্মীকান্ত দাস নামে এক ব্যক্তি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ জেলা ও ব্লক স্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত আবেদন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি বলেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লক্ষ্মীকান্ত দাসকে আমরা চিনি। রাজনৈতিক কারণেই এই অভিযোগ করেছেন উনি। শ্রীমন্তবাবু বলেন, রাজ্য সরকারের মাইনিং দফতরের আধিকারিক উত্তম দত্ত এসপি সিংলা কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডকে বালি তোলার বৈধ অনুমতি দিয়েছে। তার কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে।

তাছাড়া যেখান থেকে বালিকাটা হচ্ছে সেটা বন দফতরের জায়গা। যেখানে কোনও ঘর বাড়ি নেই। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও কোনও সম্ভাবনা নেই।

জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি

মলয় সুর, চুঁচুড়া : প্রতিমাসে ১০০ দিনের কাজের মধ্যে ২২ দিন ন্যূনতম কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। চাকুরিজীবীদের ৬০ বছর পর্যন্ত কর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া। পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের (VRP) নিয়োগ করা না হয়। এই সকল বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) হুগলির জেলা পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাল জেলার পঞ্চায়েত নিযুক্ত গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। শুক্রবার হুগলি জেলার অন্তর্গত ১৮টি ব্লকের পঞ্চায়েত যুক্ত গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা (VRP) ৭টি দাবিদাওয়া নিয়ে সংগঠনের তরফে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন চুঁচুড়া শহরের খাজনা মোড়ে জমায়েত হয়ে সংগঠনের পুরুষ ও মহিলারা মিছিল করে জেলা পরিষদ ভবনের সামনে সে বিক্ষোভ দেখাতে এবং স্লোগান দিতে শুরু করেন। এরপর হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রাবণী ধরকে গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা স্মারকলিপি জমা দেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক সব কিছু খতিয়ে দেখে আশ্বাস দেন এ বিষয়ে তিনি উর্ধ্বতন অধিকর্তাদের বিষয়টি জানাবেন। এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা সংগঠনের সভাপতি হরিসাধন রুইদাস বলেন, ২০১৫ ও ১৬ সালে জেলা প্রশাসন গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক নিরীক্ষা চালানোর জন্য আমাদের নিয়োগ করে। সেই সময়ে গড়ে ১৩ থেকে ১৫ দিন কাজ পাই। কিন্তু বর্তমানে আমরা চরম কর্মহীনতায় ভুগছি। আমরা কোনও কাজ পাচ্ছি না, এদিন প্রায় ২ হাজার যুবক যুবতী জড়ো হন। গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি, রাজ্যের সরকার বিভিন্নভাবে আমাদের বঞ্চিত করছে। এছাড়া এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক শেখ আবদুল হাসান। মহিলা সভানেত্রী সোনালী পাত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ পাল, কুন্তল দত্ত, জেলা সদস্য লক্ষ্মীকান্ত দত্ত প্রমুখরা এই অবস্থার দ্রুত বদল না হলে আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।

বন্ধ হচ্ছে বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা

সংস্থার অধিকর্তা শান্তা দত্ত জানিয়েছেন, যার মধ্যে মারাত্মক ধরনের ডেং–২ ও ডেং–৪–এর প্রভাব বেশি। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এজি কিশোর দত্তকে অবিলম্বে ডেঙ্গুর সর্বশেষ পরিসংখ্যান আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, ডেঙ্গু এমন মহামারীর আকার ধারণ করল কি করে? তার অভিযোগ, রাজ্য প্রকৃত তথ্য ও পরিসংখ্যা জনসমক্ষে পেশ করছে না।' আইনজীবী লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গত বছর উত্তরপ্রদেশে ডেঙ্গুকে মহামারী ঘোষণা হয়। এর ফলে তাকে রোধ করাও সম্ভব হয়েছিল।' লোকনাথবাবুর প্রশ্ন, এই রাজ্য এখনও কেন তা পারল না? আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী বলেন, 'অবিলম্বে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামে–গঞ্জে ভ্রাম্যমান গাড়ি পাঠিয়ে রক্তের দ্রুত পরীক্ষার নির্দেশ দিক আদালত।

প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গে ২০০৫ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হয়। ভারতে ২০০৩–এ এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। দিল্লিতে ১৯৯৬ সালে ১০ হাজার ২৫২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে মারা যায় ৪২৩ জন। সে বছর ভারতে মোট আক্রান্ত ছিল ১৬ হাজার ৫১৭ জন। মারা গিয়েছিল ৫৪৫ জন।। ২০১৬ সালে এই রাজ্যে ১৭ হাজার ৭০২ জন আক্রান্ত হয়। যা ছিল দেশের মধ্যে রাজ্যভিত্তিক সর্বোচ্চ সংখ্যা।

এর সাথেই রাজ্যে পাল্লা দিয়ে দিন দিন বাড়ছে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও। ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল প্রোগ্রাম যার বর্তমান নাম ন্যাশনাল ভেক্টর বর্ন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। এটা ভারতে ১৯৫৩ থেকে চালু হয়। প্রতিবছরের পরিসংখ্যান দেখা যায়, ১০ লক্ষের বেশি মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছে। ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল (ম্যাগাজিন)–এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট বলছে, ২০১৬ সালে রাজ্যের ম্যালেরিয়া রোগী ছিল ৩৫ হাজার ২৩৬ জন। মৃত্যু হয় ৫৯ জনের। এই শতকের প্রথম দশকে বেশিরভাগ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১ থেকে ২ লক্ষের মতো রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এহেন পরিস্থিতির মধ্যেই গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো এবার বন্ধ হতে চলেছে বিনামূল্যের অপারেশন সহ দামি ইঞ্জেকশন ও ওষুধ। কারণ প্রতিদিন কোটি টাকার ওষুধ, ইঞ্জেকশন ও অপারেশন সামগ্রী বিনামূল্যে দেওয়ার ফলে ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির কাছে বিপুল অর্থ বাকি পড়েছে রাজ্য সরকারের। এ জন্যে ক্যানসার ও ডায়াবেটিসের ওষুধও ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। তাই যে ফ্রি চিকিৎসা ২০১২ সালে রাজ্য সরকার গ্রামে ও ২০১৫ সালে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে চালু করেন তা এবার বন্ধ হতে চলেছে।

'জরুরি' ও 'বিশেষ' এই দুই প্রকারের তালিকা ও স্তর বিন্যাস অনুযায়ী এবার হাসপাতালগুলিতে ওষুধ সরবরাহ করা হবে। এ বিষয়ে তামিলনাড়ুর মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশনের ওষুধ নীতিকে মডেল করে এগোতে চাইছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যে দামি ওষুধের অপব্যবহার হচ্ছে। ওষুধ স্টকে থাকা সত্ত্বেও স্টক খালি দেখিয়ে নতুন ওষুধ চেয়ে নিচ্ছে হাসপাতালগুলি।' তিনি এও বলেন, 'একটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজে যে ধরনের ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের সামগ্রী দরকার তা মহকুমা বা ব্লকস্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরকার হতে পারে না। অনেক হাসপাতাল দামি ওষুধ কিনছে। তাতে সব টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অন্য জরুরি ওষুধ কেনা যাচ্ছে না।' এমনকি ওষুধ সরবরাহের জন্য ৬০ দিনকেও কমানো হবে বলেও তিনি জানান। তবে এ ব্যবস্থা চালু হলে হাসপাতালগুলিতে ওষুধ ঠিকমতো পাওয়া যাবে না বলে ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহকারী সংস্থাগুলির অভিমত। এমনকি এর ফলে গরিব মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গোলমালও বেড়ে যাবে হাসপাতালগুলিতে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মন্তব্য।

জিএসটি জটিলতায় ক্রেতা–বিক্রেতা

প্রথম পাতার পর

সেসময় জিএসটি বিরোধিতায় নাম উঠে এসেছিল আজকের শাসক দল বিজেপিরও। তাছাড়া কংগ্রেস তখন টেনেটুনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল লোকসভায়। রাজ্যসভাতেও ছিল তাদের বড়মাপের ঘাটতি। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও জিএসটির রূপায়ণ ঘটাতে পারেনি কংগ্রেস। ২০১৪ তে দেশ জুড়ে 'নমো' হাওয়ায় ড্যাং ড্যাং করে দিল্লির গদিতে বসে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বলাবাহুল্য, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে পদ্মের এই ক্ষমতাসীন হওয়া কার্যত লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করার মতোই। সরকারে এসে প্রথম দুটো বছর একটা জেট ল্যাগের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল মোদী সরকার। তারপর ২০১৬ থেকেই একের পর এক সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড শুরু করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক আলোচিত হল ৫০০ ও ১০০০ টাকার পুরনো নোট বাতিল করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও জিএসটি লাগু করা। নোটবন্দি নিয়ে বিরোধী দলগুলি যতই সোচ্চার থাকুন না কেন, আপামর ভারতবাসীর সমর্থন যে মোদীর পক্ষে গিয়েছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হল গৈরিক ঝুলিতে উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের একের পর এক বড় রাজ্যের মানুষের ভোট প্রদান। এরপর কেন্দ্রের হাত ধরে জিএসটির প্রবর্তন হওয়া কার্যত এখন ইতিহাস। কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে কর সরলীকরণের এধরণের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এভাবে ল্যাজেগোবরে হয়ে যাবে এটা বোধহয় কেউই ভাবতে পারেন নি। সবথেকে বড় কথা জিএসটি সার্থকভাবে রূপায়িত হতে না পারা আসলে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার ব্যর্থতা নয় মোটেই। এটা সারা বিশ্বের দরবারে দেশের নাম ভুলুণ্ঠিত হওয়া। তাছাড়া জিএসটি নিয়ে যারা সস্তার রাজনীতি করছেন বা করবেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় জিএসটি মোটেই কোনও রাজনৈতিক দলের পেটেন্ট নয়। বরং উত্থাপক হিসেবে বাম অর্থনীতিবিদ, কংগ্রেসি অর্থমন্ত্রী ও বিজেপির অর্থনৈতিক যোগসূত্র এখানে মিলেমিশে গঙ্গা–যমুনা–সরস্বতী হয়ে উঠেছে। তবও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে জিএসটির প্রচার চলছে। এটাই দুঃখের।

সবে মাত্র কলকাতার দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছে শীতকাল। আর নতুন ঠাণ্ডা তার জানান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে শীতবস্ত্রের। সম্পন্নরা তাঁদের গায়ে গরম পোশাক চাপাতে পারলেও বহু ভবঘুরে ও দরিদ্র মানুষ আজও একটু উষ্ণতার জন্য কাতর। তাদের পাশে দাঁড়াতে সম্প্রতি অতল সুর রোডের নবদিগন্ত–এর উদ্যোগে উদযাপিত হল এক মিলন উৎসবের। তাতে ৩০০টি কম্বল তুলে দেওয়া হল গরিব মানুষদের হাতে। এছাড়াও নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অঞ্চলের ৩০ জন ব্যক্তিকে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, বিশিষ্ট সমাজসেবী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এক সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তথা এই কলকাতারই ছেলে মহম্মদ আজিজ পেশ করেন বেশ কিছু জনপ্রিয় গান। সমগ্র অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন অনাবিল গুহ, সুশান্ত কুণ্ডু, প্রণব চক্রবর্তী ও অভিজিৎ দাস।

ইন্দিরা গান্ধি ১০০

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ১০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনই এক ইন্দিরা অনুরাগী সংগঠন রাসবিহারী এভিনিউ যাওয়ার পথে শীতলা মন্দিরের বিপরীতে অ্যানন ক্লাবের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শচীকান্ত মাইতি, সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য, সাংবাদিক ও লেখক পল্লব মিত্র, কবি ও লেখক তাপস মিত্র, ও সুমন্ত ব্যানার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায়

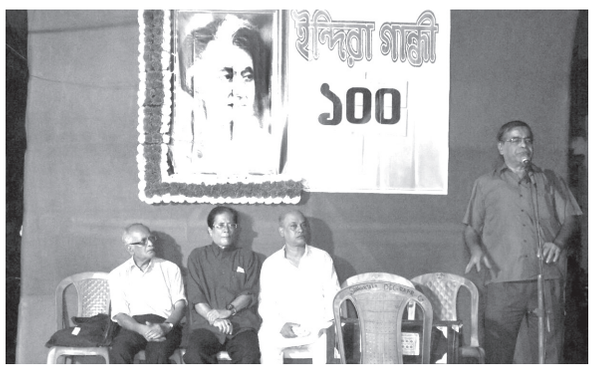

ছিলেন কাশীনাথ ব্যানার্জি। এছাড়াও ইন্দিরা গান্ধির উপর এক স্বরচিত গীতিআলেখ্য উপস্থাপন করেন প্রবীর দত্ত, বনানী সরকার ও গীতা দে। উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য ইন্দিরা অনুগামী ও এলাকার লোকজন।

আমি মৌসুমী রায়, পিতা–সুকুমার রায়, গ্রাম–চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা–নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। আমার জন্ম তারিখ ২–৮–১৯৯১। আমার পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে আধার কার্ড নেই। গত ৭–১১–২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট করে সরকারী ভাবে আধার কার্ড পাবার জন্য আবেদন করছি।

ঘরে ঘরে শৌচাগার

মা–বোনেদের সম্মান বাচাঁয়। শিশু বৃদ্ধের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তাই তো শৌচাগার প্রতি ঘরে ঘরে খুব দরকার। আসুন ঘরে ঘরে শৌচাগার বানিয়ে মুরারই–১ নং ব্লককে বীরভূম জেলায় 'নির্মল ব্লক' হিসাবে গড়ে তুলি।

সৌজন্যে

দুলাল বিন

প্রধান, মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েত, মুরারই–১ নং ব্লক, মুরারই, বীরভূম।

Office of the District Magistrate
South 24 Parganas, Nezarath section
New Administrative Building, 1st Floor, Alipore, Kolkata–27

NIT has invited vide memo no 175/NZ/GS Mela–2018 Dated 13.11.2017 for treating of quote the rate of (1) photography per 6"×4" Coloured Picture & (2) Videography per day including DVD editing and mixing (3) Photography per day for ensuing Ganga Sagar Mela–2018. Details available at www.s24pgs.gov.in

Last Date : 29/11/2017, Time :– 03.00 P.M

Sd/–
Addl. District Magistrate (Gen)
South 24 parganas
&
Mela Officer, Ganga Sagar

১৬৮১(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২০.১১.১৭

Office of the District Magistrate
South 24 Parganas, Nezarath section
New Administrative Building, 1st Floor, Alipore, Kolkata–27

NIT has invited vide memo no 175/NZ/GS Mela–2018 Dated 13.11.2017 for treating of loudspeaker/microphone with amplifier & other necessary electrical accessories in connection with ensuing Ganga Sagar Mela–2018. Details available at www.s24pgs.gov.in

Last Date : 30/11/2017, Time :– 01.00 P.M

Sd/–
Addl. District Magistrate (Gen)
South 24 parganas
&
Mela Officer, Ganga Sagar

১৬৮৩(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২০.১১.১৭

মহানগরে

পুরসংস্থাই ব্লিচিং রাজনীতির জনক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণেও কলকাতা পুরসংস্থা। ব্লিচিং রাজনীতি বাড়বাড়ন্তেও কলকাতা পুরসংস্থা। একটি আমেরিকান জার্নালে প্রকাশ, ডেঙ্গুর আবহে মশা নিয়ন্ত্রণে ব্লিচিং পাউডারের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত প্রজাতির মশার লার্ভা নিধনে ব্লিচিং পাউডার ছড়াচ্ছেন। মশকবাহিত রোগের হাত থেকে ওয়ার্ডবাসীকে সুস্থ রাখতে। অথচ তাঁরই স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের বক্তব্য, মশা মারতে পুরসংস্থা ব্লিচিং ছড়ায় না। কেউ যদি তা করে, সেটা লোক দেখানো রাজনীতি ছাড়া কিছুই নয়। পুরসংস্থার ডেঙ্গুর মশা এডিস ইজিপ্টাই বিষয়ে গবেষক ড. দেবাশিস বিশ্বাস ও পুর স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য মশার লার্ভা মারায় ব্লিচিং পাউডারের কোনও ভূমিকা নেই। হতভম্ব কলকাতার প্রকৃত বাসিন্দাবৃন্দ। মেয়র ও মেয়র পারিষদের মধ্যে এমন দু'রকম কাজে ও কথায় কলকাতাবাসী মশা দমনে ব্লিচিং ছড়ানো নিয়ে বিভ্রান্ত। কে সঠিক। কাজ না কথা।

গত দু'মাস যাবৎ মশা দমনে কলকাতায় ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তবে ব্লিচিং ছড়ানোর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত যেভাবেই হয়ে থাক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করাই বাঞ্ছনীয়। সরাসরি পূর্ণাঙ্গ মশা প্রতিরোধে ব্লিচিং পাউডারের ভূমিকা এখনও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া রোগ জীবাণুর বাহক এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশার জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ ডিম, লার্ভা ও পিউপার ওপর ব্লিচিং পাউডারের প্রভাব বহু পতঙ্গবিদ হাতে কলমে পরীক্ষা প্রমাণ করেছেন। স্বীকৃত গবেষণাপত্র ২০১৫–এর মার্চে প্রকাশিত 'জার্নাল অফ দি আমেরিকান মসকুইটো কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশন' প্রকাশিত পত্রটি প্রকাশের আরও আগে ২০০৪–এর ডিসেম্বরে উক্ত পত্রিকায় আরও একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।

তাতে বলা হয়, 'দি ইউজ অফ হাউসহোল্ড ব্লিচ টু কন্ট্রোল এডিস ইজিপ্টাই।' বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, ব্লিচিং পাউডার কেবলমাত্র এডিস মশকীর ডিম নষ্ট করে না, সেই সঙ্গে তাকে ডিম পাড়তে নিরুৎসাহও করে। সুতরাং ডেঙ্গির আবহে মশা নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য উপায়গুলির পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর উদ্যোগকে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া বৈজ্ঞানিক উদারতার পরিচায়ক হবে না। প্রসঙ্গত, স্মরণে রাখা উচিত পুরস্বাস্থ্য দফতর কলকাতায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ায় না। পুর জঞ্জাল ও সরবরাহ দফতর থেকে কলকাতায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়।

খানাখন্দর ছবি তুলে অ্যাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ছ'বছরে (মে ২০১১–মে ২০১৭) রাজ্যের পূর্ত দফতর রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য সড়কের (জেলা সড়ক, গ্রামীণ সড়ক) মানোন্নয়ন, প্রশস্তকরণ, সম্প্রসারণ, মজবুতীকরণ এবং সৌন্দর্যায়নে ১৫টিরও অধিক দৃষ্টান্তমূলক বৃহৎ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। সড়ক, সড়ক সেতু থেকে নদী সেতু।, জাতীয় সড়ক, ভবন, মুক্তমঞ্চ, অন্যান্য প্রকল্প প্রভৃতি নির্মাণ কাজের জন্যই রাজ্যে মা–মাটি–মানুষের সরকারের সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তার ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত এরকম : যোজনা সংক্রান্ত খাতে ২০১০–'১১ অর্থবর্ষে রাজ্য সড়ক বাবদ ব্যয় হয় ৭৬৯.০৬ কোটি টাকা। সেখানে ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে রাজ্য সড়ক বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৭৬৭.২০ কোটি টাকা। মে ২০১১–মে ২০১৭ দীর্ঘ ৬ বছরে ৩৪৮৬.৫৭ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত ও উন্নত করা হয়েছে, যা মে ২০১১ থেকে পূর্ববর্তী ১০ বছরে তুলনামূলকভাবে ১৫৭ শতাংশ বেশি। জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত খাতে ২০১০–'১১ অর্থবর্ষে জাতীয় সড়ক শাখাকৃত ব্যয় ২৮৩.০১ কোটি টাকা। সেখানে ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে জাতীয় সড়ক শাখাকৃত ব্যয় ১২২২.৯৯ কোটি টাকা। মে ২০১১ – মে ২০১৭ দীর্ঘ ৬ বছরে ৩০৬ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক পাথর–বাঁধাই, প্রস্তুত ও মজবুতকরণের মাধ্যমে দুই (আপ ও ডাউন পাঁচ মিটার করে ১০ মিটার প্রশস্ত) লেন পর্যন্ত সড়কের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

গত ছ'বছরে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় সড়ক উন্নীতকরণ, সুদৃঢ়করণ, প্রশস্তকরণ এবং জাতীয় সড়কের ওপর বিভিন্ন সেতুর নির্মাণ কাজে ২৯৩৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।তবে এতো কিছুর সঙ্গে রাজ্যের পূর্ত দফতরের সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক কাজ হল, পূর্ত দফতর সড়কগুলিকে যথাযথ নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্ত দফতর হোয়াটস অ্যাপ নম্বর ৯০৭৩৩ ৬২০০০ চালু করেছে। এই নম্বরে রাজ্যবাসী দিনের ২৪ ঘন্টাই তাঁদের রাজ্যের পূর্ত দফতর সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ ছবিসহ জানাতে পারেন এবং দ্রুত ত্রুটিমুক্তকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যায়। প্রসঙ্গত, রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর মনে করে, সঠিক প্রশাসনের স্বার্থে রাজ্যবাসীর মতামত গ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী। সেজন্যই, খাদ্য ও সরবরাহ দফতর কল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ও ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা সমন্বিত একটি ১২× ৭ কল সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যবাসী এই নিঃশুল্ক দূরভাষ নম্বর ১৮০০–৩৪৫–৫৫০৫ ও ১৯৬৭ থেকে তথ্য পেতে পারেন বা সেখানে তাঁদের সামগ্রিক অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পদ্যোগী ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের বরাহনগর ক্যাম্পাসে তিন দিনব্যাপী ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগীদের নিয়ে এক জাতীয় স্তরের ভেন্ডার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। উপস্থিত ছিলেন এমএসএমই–র ডিরেক্টর অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি ডিরেক্টর এস কে সোম, গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সের জেনারেল ম্যানোজার ভাস্কর সেনগুপ্ত, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার জেনারেল ম্যানেজার এস জুডসন, বিহার মহিলার উদ্যোগ সংঘের সম্পাদক ঊষা ঝাঁ, ইরকন ইন্টার‍্যান্যাশনাল লিমিটেডের কলকাতার জেনারেল ম্যানেজার বি সরকার। ৩ দিন ধরে এই মেলায় চলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা। মূলত ছিল কিভাবে এমএসএমই অন্তর্ভুক্তরা ভেন্ডার ডেভেলপমেন্টে অংশ নিতে পারে।

মন মজেছে মাছাচারে

নিজস্ব সংবাদদাতা: আচার শব্দটি বললে প্রথমেই মনে পড়ে আমের আচার, কুলের আচার কিংবা তেঁতুলের আচারের কথা। যাঁরা ফল খেতে ভালোবাসেন তাদের জন্যই এতদিন পর্যন্ত রকমারি ফলের আচার তৈরি করা হত। এককথায় বলতে গেলে যাঁরা নিরামিশাষী তাঁদের জন্য এই পদ। কিন্তু যাঁরা আমিষ আহারকারী বিশেষ করে মাছপ্রিয় বাঙালি তাঁদের জন্যও রয়েছে সুখবর। এখন আচার শুধু ফলেরই তৈরি হয় না, মাছ দিয়েও আচার করা যায়। হুগলি জেলার চন্দননগরের বাসিন্দা বিখ্যাত রঙিন মাছ প্রশিক্ষক ও ব্যবসায়ী পতিতপাবন হালদার জানান, টুনা, ম্যাকারেল, হ্যাডক ইত্যাদি নোনা সামুদ্রিক জলের মাছ দিয়ে মাছের আচার তৈরি করা যায়। তবে এইসব মাছ পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসেবে কাতলা, রুই মাছ, বাটা মাছ, বড় নাইলনটিকা মাছ দিয়েও এই আচার তৈরি হয়। আচার তৈরি করতে হলে প্রায় এক থেকে দেড় কেজি মাছ টুকরো করে কাটতে হবে। তারপর

হলুদ, লঙ্কা, ভিনিগার মাখিয়ে (ম্যারিনেট করা) রাখতে হবে। এরপর ১ চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, তেজপাতা, অরগ্যানিক হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, নুন ১/২ চা চামচ ও তার সঙ্গে ভাজার জন্য জিনজ্যালি তেল দিয়ে এই ম্যারিনেট করা মাছের টুকরোগুলি রান্না করতে হবে। এরপর রান্না হয়ে গেলে বোতলের মধ্যে এই রান্না করা মাছের টুকরোগুলি রাখতে হবে। তবে প্রায় ১৫ – ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্যাঁতস্যাঁতে তাপমাত্রায় এই বোতল সংরক্ষণ করতে হবে। যদি কেউ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই আচার করেন তবে এমনভাবে মোড়কজাতকরণ করতে হবে যাতে আচার অন্তত ২ মাস রাখা যায়। সেক্ষেত্রে আচার সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পতিতপাবনবাবু জানান, বিহারে মাছের আচার খুবই জনপ্রিয় একটি পদ। কেরালাতেও মানুষ মাছের আচার খান। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মাছের আচার তৈরি করলে সেক্ষেত্রে বিদেশে রপ্তানির দিকটিও মাথায় রাখতে হবে। আরবদেশে মাছের আচার বেশি রপ্তানি হয়। বাঙালি মাছ ভালোবাসলেও মাছখোড় হলেও এই রাজ্যে বিপণন ক্ষেত্রে মাছের আচারের খুব একটা চল নেই বলে আক্ষেপের সঙ্গে জানান পতিতপাবন হালদার। এখনও পর্যন্ত পেশাদারিভাবে মাছের আচার তৈরির খুব একটা উদ্যোগ চোখে পড়েনি বললেই চলে। তবে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই মাছের আচার তৈরির বিষয়ে দক্ষ ও সচেতন করে তুললে আয়ের সুযোগ ও কর্মসংস্থান দুটোই বৃদ্ধি পাবে বলে পতিতপাবন হালদার আশা করেন।

৬ বছরে নীল–সাদায় স্বচ্ছন্দ পরিবহন

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে শেষ ছ'বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তার ধারাবাহিক দৃষ্টান্তের আরেকটি হল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার যোগ্য এবং গতিময় নেতৃত্বে রাজ্যের পরিবহন দফতর ২০১১–র মে মাস থেকে বাংলাবাসীকে দক্ষ, স্বচ্ছ ও তৎপর পরিবহন ব্যবস্থা উপহার দিতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হল গতিধারা: এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্ত করানো।

রাজ্যের এমন কর্মহীন যুবক–যুবতীরা রাজ্য সরকারের ১০০ শতাংশ ভরতুকি প্রাপ্ত একটি প্রকল্প হল, গতিধারা প্রকল্প। ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে এই প্রকল্প পরিবহন দফতর হাতে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৩,৩৯৩ জন উপকৃত হয়েছেন এবং ১২৫ কোটি টাকা ভরতুকি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। গত ছ'বছরে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনা খাতে ২০১০–'১১ অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৬৮.৮৬ কোটি টাকা এবং ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় পৌনে তিনগুণ বেড়ে হয় ৪৫৭.৫৬ কোটি টাকা।

গত ছ'বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে জেলা স্তরে ২৫টি নতুন মোটর ভেহিকেলস অফিস এবং তিনটি আঞ্চলিক পরিবহন অফিস চালু হয়েছে রাজ্যের নতুন তিনটি জেলা– কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে। নতুন তিনটি জেলায় 'রুট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (আরটিএ)' চালু হয়েছে। কলকাতার 'পাবলিক ভেহিকেল ডিপার্টমেন্টে'র বিকেন্দ্রীকরণ করে কসবা ও সল্টলেকে নতুন দু'টি ইউনিট চালু হয়েছে। আগামী দিনে আরও বিকেন্দ্রীকরণ করে বেহালার ১৪ নম্বরে আরও একটি ইউনিট চালু হতে চলেছে। কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার বাইরে এই দু'টি অঞ্চলের মানুষকে আরও ভালো পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি দেখাশোনা করার জন্য এবং সমস্ত মোটর ভেহিকল অফিসকে এক ছাতার নীচে নিয়ে আসার জন্য 'পরিবহন অধিকার' গঠন করা হয়েছে। যানবাহনের দ্রুতগামিতা বাড়াতে এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা আরও ভালো করার জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক রাজ্য পরিবহন ইউনিটগুলিকে (সিএসটিসি, সিটিসি এবং ডবলুবিএসটিসি) একত্রিত করে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন' (ডবলুবিটিসি) বা 'পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম' গঠন করা হয়েছে। 'ই–গর্ভন্যান্স' ব্যবস্থায় গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য 'ই–বাহন' পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ২০১০–'১১ অর্থবর্ষে রাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত মোটর গাড়ির সংখ্যা ছিল ৫,৬১,৪৫০টি।

আর ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয় ৮,৯২,১৪৫টি। 'পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগমে'র বাসে 'প্রিপেড ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কার্ড' চালু করা হয়েছে। সরকারি বাসযাত্রীদের নিকট অত্যন্ত উপকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে নতুন মোবাইল অ্যাপস 'পথদিশা' চালু করা হয়েছে। সমস্ত ধরনের চালু হওয়া স্ব–নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার

মধ্যে বিভিন্ন বাসে 'স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ' (অটোমেটেড ফেয়ার কালেকশন সিস্টেম) ও 'ইলেকট্রনিক টিকেটিং মেশিনে'র (ইটিএম) মাধ্যমে টিকিট বুকিং ইত্যাদি চালু হয়েছে। ফলস্বরূপ, ২০১০–'১১ অর্থবর্ষে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক ভেহিকেলসে' মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯১৭.১২ কোটি টাকা। সেখানে ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৩.৭৩ টাকায় এসে দাঁড়ায়। ভূতল পরিবহন পরিষেবায় সম্প্রসারিত 'জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আর্বান রিনিউয়াল মিশন' (জেএনএনইউআরএম) প্রকল্পের আওতায় গত ছ'বছরে ৮৭৪টি অত্যন্ত উচ্চমানের বাতানুকূল এবং ১,০৯৮টি বাতানুকূল নয় এমন মোট ১,৯৭২টি নতুন বাস পথে নেমেছে। কলকাতা–ঢাকা হয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা এবং কলকাতা–বাংলাদেশের খুলনা হয়ে দেশের রাজধানী ঢাকা দু'টি আন্তর্জাতিক বাস রুট চালু হয়েছে। ২০১১ মে–২০১৭ মে এই সময়কালে রাজ্যের পরিবহন দফতর ৭৫৬৯টি বেসরকারি বাসের পারমিট দিয়েছে রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে।

এবং আরও একটি বিষয় এই সময়কালে গড়িয়া, যাদবপুর, ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যের মোট ২১৩টি নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি হয়েছে বা সংস্কার হয়েছে। জলপথ পরিবহন পরিষেবায় জেটি বা ফেরিঘাট এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য পরিবহন দফতর বিভিন্ন জেটিতে আদর্শ পরিচলন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশিকা চালু করেছে। এ পর্যন্ত ২৭৯টি জেটি বা ফেরিঘাট চিহ্নিত হয়েছে, যেগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

নদী–নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নদিয়ার নবদ্বীপ, কুকরাহাটি, নৃসিংহপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা ইত্যাদি সহ ৪৫টি জেটির নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিষেবায় কম খরচে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে কলকাতার বেহালা বিমানবন্দর (পর্ণশ্রী) এবং অন্য কয়েকটি জায়গা যেমন– মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা বালুরঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগরের মধ্যে হেলিকপ্টার যোগাযোগ পরিষেবা চালু হয়েছে অন্ডাল– দুর্গাপুরে (পশ্চিম বর্ধমান) বেসরকারি ক্ষেত্রে 'গ্রিন ফিল্ড বিমানবন্দর' বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে।

এবং রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে ২৬টি হেলিপ্যাড বর্তমানে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড উড়াল পুলের বেকবাগান র‍্যাম্প তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে 'কলকাতা সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস' ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও মসৃণ করতে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য আনতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি ডানমুখী উড়ালপুল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১০–'১১ অর্থবর্ষে রাজ্যে চালু হওয়া বাসরুটের সংখ্যা ছিল ১৬৯টি। ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে তা প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পেয়ে চালু বাসরুটের সংখ্যা হয়েছে ৪১১টি।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে ভিত্তি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনস্থ এই হোমিওপ্যাথি হসপিটাল এবং ইনস্টিটিউট ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালের কলকাতায় স্থাপিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এই প্রতিষ্ঠান হোমিওপ্যাথি মেডিসিন এবং সার্জারির প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সল্টলেকের এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে, প্রায় ১০০ শয্যা যুক্ত এই হসপিটালের ডাক্তার এবং অন্যান্য সব সুবিধাই পাওয়া যায় প্রত্যেক দিন। এছাড়াও ডাক্তারি যারা পড়েন তাদের জন্য হোস্টেলেরও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মানুষের কাছে এখন গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে এই প্রতিষ্ঠান। রোজ প্রায় ২ হাজারেরও বেশি সংখ্যক রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। ভেষজ চিকিৎসায় বিশ্বাস করে চালিয়ে যেতে পারলে সব রোগেরই নিরাময় সম্ভব বলে জানালেন কিছু রোগীও। এই চিকিৎসার কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বলে রোগীদের কাছে

আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে বলে জানালেন চিকিৎসকরাও। এছাড়াও কল্যাণীতে ২৫ একর জায়গার ওপর এক ভেষজ বাগান আছে যাতে দুর্লভ কিছু গাছ রয়েছে যা ডাক্তারি ছাত্রীদের পড়াশুনো এবং গবেষণার কাজে অনেকটাই সাহায্য করছে।

২০ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত এক ভিত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানে। যেসব অফিসাররা সম্প্রতি সেন্ট্রল হেলথ সার্ভিসে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের নিয়ে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ছয় সপ্তাহের এক ভিত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এইসব নবনিযুক্ত অফিসারদের জন্য শুরু করেছে। এইসব অফিসারদের কিভাবে রোগীদের পরিচর্যা করা হবে সেই নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাদের। এই তিন দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর ইন চার্জ ড. অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জয়েন্ট ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা দত্ত, আহ্বায়ক ডাঃ গৌতম পাল সহ অন্যান্যরা। এই তিন দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে হোমিওপ্যাথি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রফেসর এবং ডাক্তাররা।

মাছের আঁশে বাজিমাত শিল্পীদের

রিম্পি ঘোষ: আঁশ শব্দটি বললেই প্রথমেই মনে আসে মাছ কাটার পর মাছের শরীরের যে বর্জ্য অংশটি সেটা। গৃহস্থ বাড়িতে সাধারণত মাছ কাটার পর মাছের আঁশ বা খোসা ফেলেই দেওয়া হয়। কিন্তু ফেলে দেওয়া সেই অংশকে কাজে লাগিয়ে ঘর সাজানোর রকমারি জিনিস তৈরি করে আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন ধনিয়াখালির বাসিন্দা বছর আটত্রিশের শক্তি পাত্র। ধনিয়াখালির সোমসপুর গড়বাড়ি জেলেপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা শক্তি পাত্র জানান, প্রায় একবছর আগে মাছের আঁশ থেকে জিনিস তৈরির ১২ দিনের প্রশিক্ষণ নেন।

শুধু তিনিই নন তাঁর স্ত্রী সুমিতা পাত্র এবং আরও দুজন মীরা দাস ও মালা দে মাছের আঁশ থেকে রকমারি জিনিস তৈরি করেন। প্রায় ১২–১৫ কে.জি. ওজনের রুই, কাতলা মাছের আঁশ দিয়ে কানের দুল, সরস্বতী প্রতিমা, কালী মূর্তি, গণেশের মূর্তি, চিংড়ি মাছ, ময়ূর, ঘর সাজানোর জন্য ফুলদানির ফুল ইত্যাদি তৈরি করা যায়। শ্রীরামপুর, আরামবাগ ও হাওড়াতে মাছের আড়ত থেকে এই আঁশ কিনে আনা হয়। কেজি প্রতি আঁশের দাম প্রায় ২০০ টাকা করে। দৈনিক কমপক্ষে প্রায় ২ কেজি করে আঁশ লাগে এই সব জিনিস তৈরি করতে। একেকজন একদিনে প্রায় ৫০ টা দুল তৈরি করতে পারবে। এই ৫০ টা দুল তৈরি করতে প্রায় কম করে ১০০ পিস আঁশ লাগে। শক্তি পাত্র জানান, এই আঁশ কিনে নিয়ে এসে জলের সঙ্গে মিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তাতে এই আঁশ মিনিট পাঁচেক ডুবিয়ে রেখে জল দিয়ে ধুয়ে তারপর সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তারপর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে পরিস্কার করে কাজের উপযুক্ত করা হয়। এই আঁশে ফ্যাব্রিক ছাড়া অন্য কোন রং দেওয়া যায় না। এছাড়া প্রাইমার, অভ্র ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১ কেজি অভ্রের দাম প্রায় ৫,০০০ টাকা। এই ব্যবসা শুরু করতে গেলে প্রায় ২৫,০০০ – ৩০,০০০ টাকা মূলধনের প্রয়োজন। শক্তিবাবু নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবসার পুরো মূলধন দিয়েছেন। শক্তিবাবু সহ যে চারজন এই মাছের আঁশ নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে এই শক্তিবাবুই আঁশের বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করে থাকে। উপরোক্ত জিনিসগুলির পাশাপাশি কন্যাশ্রী লোগোও ইতিমধ্যে তৈরি করেছেন তাঁরা। শক্তি পাত্র আক্ষেপের সঙ্গে জানান, তিনি বিএ পাশ, তফশিলি সম্প্রদায়ভূক্ত। কিন্তু কোন সরকারি চাকরি পান নি। তাঁর পরিবারে স্ত্রী সুমিতা ছাড়া

শক্তিবাবুর মা, শক্তিবাবুর এক ছেলে ঋজু পাত্র (১২) ও এক মেয়ে ঋতিকা পাত্র (৮) বর্তমান।

শক্তিবাবুর ছেলে ঋজু জন্ম থেকেই কোমর থেকে নিচের অংশ অচল। কিন্তু বাবার মতই আঁশের জিনিস তৈরির কাজ জানে খুব সুন্দর। সে এখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। মেয়ে ঋতিকা পাত্র জন্মেছিল সুস্থ হয়েই। কিন্তু জন্মানোর পর নার্সের হাত থেকে পড়ে গিয়ে নার্ভের ক্ষতি হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নার্ভ ও শরীরের কোন অংশই কাজ করে না। শক্তিবাবুর এই গোটা পরিবারের ভরণপোষণ, ছেলে – মেয়েদের চিকিৎসার খরচ সবই তাঁকে নিজেকেই জোগাড় করতে হয়। শক্তিবাবু জানান, তাঁর রোজগারের ওপর এই সংসার টিকে আছে। তবে মাছের আঁশের জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে তা বিপণনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও ধনিয়াখালির মৎস্য সম্প্রসারন আধিকারিক কল্লোল কোদালি। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্চয়ন পানের অধীনেই শক্তিবাবুরা গত বছর মাছের আঁশ থেকে জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। ধনিয়াখালির মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সহযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমে এই জিনিসগুলি বিপণনের ব্যবস্থা করে আয় করার সুযোগ পান এমনটাই বক্তব্য শক্তি পাত্রের।

মাঙ্গলিকী

শীতের কলেবরে কল্যাণী নাট্য ভাবনার আয়োজনে ঋত্বিক সদনে ২ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর জাতীয় নাট্য মেলা

সব্যসাচী সান্যাল

গত ১৯.১১.২০১৭ তারিখ, রবিবার কলকাতার ঠাকুরপুকুর বাজারের কাছে সামালি যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় দুজন

অল্প বয়সী তরুণীর এক অবস্থাপন্ন ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দার আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকা সত্ত্বেও নিজের মাকে অবহেলা ও মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার ঘটনা অথচ গরিব মানুষরা নানারকম সাংসারিক অভাব সত্ত্বেও তাদের মাকে সম্মান দিয়ে যত্নে রাখে এইরকম একটি কথোপকথন প্রতিবেদকের কানে এল। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের এই ধরণের প্রতিচ্ছবি নিয়ে গত ২৯ অক্টোবর কাঁচড়াপাড়ার ফিনিক (phinik) নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় নাটক 'পাঁজরের ইতিহাস' নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে প্রযোজিত হল। নাটক বাস্তবধর্মী হলে দর্শকরা যে পছন্দ করে তার পরিচয় পাওয়া গেল প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ দর্শকদের উপস্থিতি। নাটকের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু ও বিবেকহীন সমাজে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা দেখা গেছে।

এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন মা অমিতা সেন, মোহন (ট্যাক্সি ড্রাইভার) ভূমিকায় কনক মুখার্জী, ছেলে প্রকাশের ভূমিকায় তীর্থ দত্ত মোহনের স্ত্রী কৃষ্ণার ভূমিকায় মৌসুমী অধিকারী। পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অনিমেষ ভট্টাচার্য্য, আবহ সঙ্গীত তীর্থ দত্ত। মঞ্চ কনক মুখার্জী নাটকের রচনা মৈনাক সেনগুপ্ত আলো মনোজ প্রসাদ পরিচালনা কাবেরী মুখার্জী। নাটকের শুরু মোহন এক মাঝবয়সী মহিলাকে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার রাস্তায় বসে থাকতে দেখে ট্যাক্সি থেকে নেমে মহিলাটিকে তার বাড়ির নাম ধাম এবং কেন এভাবে রাস্তায় পড়ে আছে তা জানার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করলেও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা বয়স্ক মহিলার কাছে কোন সদূত্তর না পেয়ে বুঝতে পারে মহিলাটি কোনও কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে মোহন প্রথমে একটু ইতস্তত করছিল। এর পর অবশ্য ডাক্তার দেখিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। মোহনের স্ত্রী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তাদের বস্তিবাড়িতে রাখতে কুণ্ঠাবোধ করছিল কিন্তু অসহায় বৃদ্ধার চোখের চাহনি তার সাথে অপত্য স্নেহের ছেলে, বৌমার ডাক সমস্ত সঙ্কোচ দূর করে দেয়। কিভাবে তাদের নতুন মাকে খাওয়ার দাওয়া, সেবা, শুশ্রূষা করবে দুজনে এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এর সাথে নিজেদের বাপ মায়ের অভাব যেন বেশ কিছুটা পুরণ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার সদ্য পাতানো নতুন মায়ের বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করার জন্য মোহন কাছাকাছি থানায় গিয়ে হাজির হয়।

থানার দারোগাবাবু প্রথমে ডায়েরি নিতে অস্বীকার করলেও পীড়াপীড়িতে লিপিবদ্ধ করে এবং মোহনের মোবাইলে ছবি দেখে কৌতূহল সৃষ্টি হয়, নিখোঁজের পিছনে নিজস্ব অনুমানের ভিত্তিতে মোহনকে দায়ী ভেবে রুল দিয়ে মারধর করে এবং থানার লক আপে রেখে দেয়। ইতিমধ্যে নিজের সন্তান প্রকাশ ছবি নিয়ে তার মায়ের খোঁজে একই থানায় এসে হাজির হয় এবং ছবি দেখিয়ে তার মাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। প্রকাশের মা তাকে নিদারুণ যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং বাকি জীবনটা মোহনের কাছে থাকার সংকল্প নেয়। দারোগাবাবু সমস্ত ঘটনা শুনে তার নিজের ছেলে প্রকাশকে মায়ের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করে আর মোহনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়। এই ধরণের বলিষ্ঠ ও সামাজিক বার্তা দেওয়া নাটক রাজ্যের নাট্যপ্রেমীরা ফিনিকের কাছে আগামীদিনে আরো আশা রাখে। মায়ের চরিত্রে অমিতা সেনের ছেলের অবহেলা নানা দুর্ব্যবহারের ঘটনা এমন সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তা বাস্তবের সাথে অনেকটা মিল থাকায় সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে। অনিমেষ ভট্টাচার্য্য পুলিশ অফিসারের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রের অভিনয় সকলের বেশ ভাল লাগে। প্রকাশের ভূমিকায় তীর্থ দত্তর মাকে অবহেলার অভিনয় দর্শকদের মনে রাগ সৃষ্টি করেছে যা চরিত্রের রূপায়ণে শিল্পীর সার্থকতা। বৌমা অর্থাৎ কৃষ্ণার ভূমিকায় মৌসুমী অধিকারি তার বিভিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসার বহিপ্রকাশ সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিভাসের ভূমিকায় দেবাশীষ চক্রবর্ত্তীর অভিনয় সাবলীল আর মোহনের ভূমিকায় কনক মুখার্জীর আন্তরিক অভিনয়, শরীরি ভাষা এর সাথে পরিশ্রমী ও মাতৃভক্ত ট্যাক্সি' ড্রাইভারের অভিনয় মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাটকের প্রতি দর্শকদের আগাগোড়া গভীর মনোযোগ সহকারে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কল্যাণী নাট্য ভাবনার উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ঋত্বিক সদনে জাতীয় নাট্য মেলায় নিম্নলিখিত নাট্যদলগুলি অংশ গ্রহণ করবে।

২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটে 'মায়ার কথকতা' একক উপস্থাপনে মায়া ঘোষ।

২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যে ৮.৩০ মিনিটে 'মুক্তধারা' প্রযোজনা উহিনী কলকাতা নির্দেশনা অদ্রিজা দাশগুপ্ত (এন এস ডি)

৩ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে 'সীতায়ন' প্রযোজনা পূর্বরঙ্গ কলকাতা নির্দেশনা মলয় রায় অভিনয়ে রোকেয়া রায়।

৪ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে 'অসমাপ্ত' প্রযোজনা কল্যাণী নাট্যভাবনা নাট্যকার দেবাশীষ মজুমদার নির্দেশনা অদ্রিজা দাশগুপ্ত (এন এস ডি)

৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে 'জয়বাবা বিধুনাথ' প্রযোজনা 'অন্তরীপ' চন্দননগর নির্দেশনা রাজা ভট্টাচার্য অভিনয়ে কমল চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রীর সরকার

৬ ডিসেম্বর বুধবার বিকেল ৩.০০ 'খেলাঘর' প্রযোজনা যাত্রিক মদনপুর নির্দেশনা সুব্রত ভট্টাচার্য

৬ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে 'মূল্য'প্রযোজনা বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন নির্দেশনা দেবাশীষ অভিনয়ে দেবশঙ্কর হালদার,ব্রাত্য বসু,রজত গাঙ্গুলি, সেঁজুতি মুখার্জী

৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল ৩.০০ 'বাকী ইতিহাস' প্রযোজনা মালদা থিয়েটার প্লাটফর্ম নাট্যকার বাদল সরকার নির্দেশনা সুব্রত পাল

৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে 'ঘটক বিদায়' প্রযোজনা মুখোমুখি কলকাতা নির্দেশনা পৌলমী চট্টোপাধ্যায় নাটক ও অভিনয়ে সৌমিত্র চট্ট্যোপাধ্যায়

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যে ৬.৩০'রাণী কাদম্বিনী' প্রযোজনা নান্দীকার কলকাতা নির্দেশনা সোহিনী সেনগুপ্ত

৯ ডিসেম্বর শনিবার ৩.৩০'পোস্টমাস্টার' প্রযোজনা কল্যাণী নাট্যভাবনা নির্দেশনা তাপস চক্রবর্তী

৯ ডিসেম্বর শনিবার ৬.৩০'দায়বদ্ধ' প্রযোজনা সায়ক কলকাতা নির্দেশনা ও অভিনয়ে মেঘনাথ ভট্টাচার্য

১০ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যে ৭.০০ মিনিটে 'পিয়ানো' প্রযোজনা রাইরা রিপোর্টার, মুম্বই অভিনয়ে রঘুবীর যাদব।

প্লাবন সাহিত্য পত্রিকার ঘরোয়া সংস্কৃতি–সমৃদ্ধ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯শে অক্টোবর বিরাটি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্লাবন–এর শারদ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান হল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুপ্রবন্ধক স্বপন দত্তর বিরাটিস্থিত সুরম্য বাসভবনের এক সুসজ্জিত ঘরে। জনা ১৫ পত্রিকার কবি লেখক এই সাথে সঙ্গীত শিল্পী আসরে জমায়েত হন।

সকলকে আসরে আন্তরিকভাবে স্বাগতঃ জানালেন স্বপন দত্ত, সাথে রইলেন আড্ডার 'জননী' তথা স্বপন দত্তর সহধর্মিনী, সদা 'হাসিমুখ' শ্রীমতী সুমিতা দত্ত। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আসরে উপস্থিত কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় দিলেন, গড়ে তুললেন প্লাবনের 'পরিবার'... এরপর পত্রিকার শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল ৫২ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের হাত দিয়ে, সাথে রইলেন আসরে উপস্থিত সকল সুধীজন। এরপর শুরু হল নানান পাঠের আসর। স্বরচিত কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন সনৎ বসু, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, রেবা সরকার, ইলা দাস, দেবাশিস সরকার, কল্যাণ ব্রত মিত্র, সঞ্জয় দাশগুপ্ত, দেব চৌধুরী প্রমুখ। এদিন আসরে উপস্থিত নাট্যকর্মী অম্লান মৌলিক, কল্যাণ ব্রত মিত্র বর্তমানে বাংলা নাট্য চর্চার কথা বললেন। নিজ নিজ দলের নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করার কথাও বললেন। বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী শ্রুতিনাটকের ঢং–এ শোনালেন তাঁর একটি চিঠি, যা আকাশবাণীতে পঠিত হয়েছিল। সুপ্রবন্ধক, পত্রিকার সম্পাদক স্বপন দত্ত তাঁর একটি মনোগ্রাহী প্রবন্ধ, 'বাঙালির জাতীয় বীর'–এর অংশ বিশেষ পাঠ করলেন। জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাজিসিয়ান' কবিতাটি। গানে গানে আসর উজ্জ্বল করলেন রেবা সরকার, বনানী ব্যানার্জী। 'চা–চানাচুর–বিস্কুট'–এর আসরে উপস্থিতি আসরকে আরও জমিয়ে তুললো!...

মূল আসরের সমাপ্তির পরে আসেন ত্রয়ী কবি তথা সোমা মুখোপাধ্যায়, সাধন চন্দ্র ও মানসী কীর্তনিয়া— এঁদের নিয়ে আবার আসর চালু করেন স্বপন দত্ত। ('সব কিছু শেষ হলে কিছু থাকে বাকি!')

আরও : এদিন আসরের গোড়ায় লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের সুবিধা, অসুবিধা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। পত্রিকা সম্পাদনার কাজও বেশিরভাগ হয় যত্নহীন, একথাও উঠে এলো আলোচনায়। এ বিষয়ে প্লাবনের সম্পাদনার নিষ্ঠাবান কাজের জন্যে সকলেই সম্পাদক স্বপন দত্তর প্রশংসা করেন।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত / ৮ম বর্ষ / শারদ সংখ্যা ২০১৭ / মূল্য ৩০ টাকা) সম্পাদকীতে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্র–কবিতা নগরলক্ষ্মীর নির্বাচিত অংশ। আজও কত প্রাসঙ্গিক। বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের ধারাবাহিক লেখাটি (আর্য ও আর্যধর্ম) মূল্যবান। আশা করা যেতেই পারে যে আগামী দিনে আগ্রহী পাঠকেরা সমগ্র লেখাটি একখণ্ডে পড়ার সুযোগ পাবেন। বাঙলা ভাষা আন্দোলনের কথা নীতিশ বিশ্বাসের মরমী কলমে ফুটে উঠেছে। আক্ষেপ, এমন ধরণের লেখাও খণ্ডে খণ্ডে পড়তে হবে। অন্যান্য নিবন্ধগুলিও বিষয়বৈচিত্রে বিশিষ্ট। নিত্যরঞ্জন দেবনাথের গল্পটি (ধান্দা ও ধন্দ) সম্বন্ধে মন্তব্য করা চলে না কারণ এটির শেষাংশও আগামী সংখ্যায় বেরুবে। অণু গল্পগুলি বলিষ্ঠ – প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সনত বসু, প্রদ্যোত বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য। কবিতা অংশে অরূপ পান্থী, অপূর্ব কর, আরতি দে, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা দাস প্রমুখ মনে দাগ কেটেছেন। জাদুকর অরুণ ব্যানার্জীও কবিতায় চমকে দিয়েছেন। কবিতাগুলি গোটা পত্রিকার এখানে ওখানে গুঁজে দেওয়া হয়েছে, কবিতা–রা কি আরও একটু সংবেদশীলতা আশা করতে পারে না ! প্রচ্ছদ–চিত্রণ সুন্দর। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৩/৫, নীলাচল, কোলকাতা – ৭০০ ১৩৪ / 9804816490 / littleplaban@gmail.com / plabanmag@gmail.com)।

আম আদমি

(সম্পাদক – করুণাময় বিশ্বাস / শারদ ২০১৭ / ৭ম বর্ষ) / মূল্য ২৫ টাঃ) – এই সংখ্যার বিশেষত্ব কবিতা/ছড়া/গল্প/নিবন্ধে হাস্যরসাত্মক লেখা। দিগম্বর দাশগুপ্তের নিবন্ধটি প্রকৃত রম্য রচনার অভিমুখ চিনতে সাহায্য করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, সুনির্মল চক্রবর্তী ছাড়া বাকীরা তেমন দাগ কাটতে পারলেন না। জীবেশ ভট্টাচার্য ও সরিত শেখর মজুমদারের অনবদ্য প্যারোডি কবিতা দুটির পুনর্মুদ্রণের জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ। হাসির রচনা গুলির মধ্যে সঞ্জীব সিংহের রচনাটি ভালো লাগল। বাকী হাসির গল্পগুলি কিন্তু তেমন ভাবে হাসাতে পারলো না। শিবশঙ্কর বকসী–র কুমায়ুন ভ্রমণ কথা ভালোই এগেচ্ছে, তবে ভোজন–পর্বের অধিক উল্লেখ মাঝমাঝেই রসহানি ঘটিয়েছে। অনুবাদ গল্পটি আমাদের চীন দেশের সাহিত্য–চর্চার আভাষ এনে দিয়েছে (চণ্ডীসাধন কোলে)। কবিতায় প্রবণ পালন চট্টোপাধ্যায়, তিস্তা বেজ, রণজিত হালদার, প্রণব বসু রায় ও হিমাদ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। (পত্রিকার ঠিকানা – দক্ষিণ মল্লিক বাগান, শেওড়াফুলি, হুগলী – ৭১২২২৩ / 2632 7923 /9432282472 / e_mail : aamadmimag@gmail.com)

পুরবার্তা

(সম্পাদক – অরূপ কুণ্ডু / উত্তর দমদম পৌরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র – শারদ ২০১৭ সংখ্যা / বিনিময় ২০ টাঃ) – বেশ জমজমাট পত্রিকাটি ক্রমেই পরিণত হয়ে উঠছে। ১৬৮ পাতার পত্রিকায় রঙীন সংবাদ–চিত্র গুলি আরও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অপূর্ব করের নিবন্ধটি (উত্তর দমদম পৌরঅঞ্চলের ইতিহাস ..) মূল্যবান। ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের (নকশালবাড়ি আন্দোলনের ৫০ বছর ..) নিবন্ধটিও বর্তমান প্রজন্মের কাছে সত্য–উন্মোচনের গুরু দায়ীত্ব পালন করবে। ভ্রমণ কাহিনী গুলি সুলিখিত, তবে সচিত্র হলে আরও আকর্ষণীয় হতো। ছোটগল্পের মধ্যে শংকর দাস, বিমান সেন, হরেন দাস দাগ কাটেন। কবিতা বিভাগে প্রদীপ কুমার স্যান্যাল, মৌমিতা দাস সরকার, প্রণতি ভৌমিক, কৃষ্ণা বসু, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমন্যু দাস, প্রভঞ্জন হালদার, বিষ্ণু সরকার, সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী প্রমুখ ভালো লেখা হাজির করেছেন। জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতায় আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। ওঁর এই গুণটির সাথে আমাদের আগে তেমন পরিচয় ছিল কি ! ঝকঝকে দুর্গা প্রতিমার দুরন্ত ছবি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেখানেও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাহিত্য–পত্রিকার পক্ষে যা বোধহয় কিছুটা অনভিপ্রেত। সব মিলিয়ে সার্থক প্রয়াস।

সাহিত্য দর্পণ

(সম্পাদক – তরুণ রায় চৌধুরী / শারদ ১৪২৪ সংখ্যা / মূল্য ২০০ টাঃ) – প্রায় সাড়ে চারশো পাতার পত্রিকাটির প্রচ্ছদে ছবির বদলে নকশী / আলপনার ব্যবহার রুচির পরিচয় বহন করছে। প্রচুর প্রবন্ধ / নিবন্ধ রয়েছে। রমাপ্রসাদ দে, অলক মণ্ডল, কমল তরফদার, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বাদল বসু প্রমুখেরা বোধ, মনন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে চিন্তা ও উপলব্ধির কথা তুলে ধরেছেন। সম্পাদক তরুণ রায় চৌধুরীর বিশেষ রচনাটির (লিটল ম্যাগের নেপথ্য কাহিনী ..) সবিশেষ উল্লেখ করতেই হয়। একত্রিশটি ছোট গল্পের অধিকাংশই পাঠযোগ্য, যা আজকাল প্রায় ঘটেই না। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন চক্রবর্তী, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কর, অনন্যা দাশ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, দুলাল কর প্রমুখেরা নিজেদের চেনাতে সক্ষম হয়েছেন। ভ্রমণ বৃত্তান্তে ঋত্বিক ঠাকুরের রচনা–ভঙ্গী বেশ আধুনিক। কস্তুরী ঘোষালের ভুটান–ভ্রমণ–ও ভালো লাগে, তবে ছবির অভাব–টি স্পষ্ট। রম্য রচনায় সিদ্ধহস্ত দিগম্বর দাশগুপ্ত ও সঞ্জীব সিংহ নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছেন। কবিতা বিভাগে আলাদা করে ভালো লাগা কবিতার উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব। (পত্রিকার ঠিকানা – ৩এ, রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা–৭০০ ০২৬ / 24668089 / 9836183821)

রাসযাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা স্মৃতি বিজড়িত ব্যারাকপুরের পূর্ণচন্দ্র দাঁ টেম্পল রোডে রাধারমন জীউর ১২৮ তম বর্ষ 'রাসলীলা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে ঠাকুর নিয়ে পথ পরিক্রমা মেলা, পূজা, কীর্তন, ভোগ এবং আতস বাজি পোড়ানো হয়। ধন্যবাদ দেন সেবাইত অতনু দাঁ। পরিচালনা করেন সেবাইত অসীম চন্দ্র দাঁ। শেষে অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বংশীবাদন উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : সম্প্রতি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে 'জাহ্নবীর'' (পূর্ব সিঁথি) উদ্যোগে, ''মেলোডিকার'' প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ প্রতিভাবান বাঁশী শিল্পী অশোক কর্মকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং মৌসুমী কর্মকারের সঞ্চালনায় এক অভিনব ''বংশীবাদন উৎসব'' (কোরাস) মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। দুর্গা ও ভূপালী রাগে বাঁশী বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন সুরূপা, আদর্শ, মৌলিক, আত্মজা, অম্বিকা, প্রশান্ত, তাপস, অর্ণব, রবি, বিবেক, রূপম, সুমন্ত, জয়ন্ত, কৌশিক, সম্বিত, সৌম্য, ঋষভ, কাজরী, দেবযানী, অতনু, বাপী, প্রদীপ ও সহেলী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মধুমিতা ভট্টাচার্য্য। সাথে তবলা, সিন্থেসাইজার, মাউথ অরগ্যান এবং বেহালা বাজিয়ে আপ্লুত করে দেন যথাক্রমে মনোজ পানডে, সোহান সাধু, শান্তনু রায় ও চৈতালী হালদার। প্রাণবন্ত ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রশিল্পীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি সুভাষপল্লি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সৃজনী আর্ট এবং আর্ট এরিনার যৌথ উদ্যোগে দু'দিনের আউট ডোর এবং ইনডোর বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন চিত্রশিল্পীরা। সেই অনুষ্ঠানে ১২ নভেম্বর সারা জীবনের কৃতিত্ব হিসাবে সংবর্ধিত করা হয় কলকাতার প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী এবং আলিপুর বার্তার ঘরের লোক মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলকে। এছাড়াও যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন এনসি বসাক, শিল্পী রঞ্জিৎকুমার ঘোষ, শিল্পী সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী গোপীনাথ সাহা, শিল্পী শঙ্কর ঘোষাল, এবং সম্পাদক বিপ্লব দাস ও বর্ণালী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিল সৃজনী আর্ট এবং আর্ট এরিনার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। এবং শিলিগুড়ি সুভাষপল্লী ওয়েলফেয়ারের অন্যান্য সদস্যরাও।

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

তাপস দাসের চিত্র প্রদর্শনী

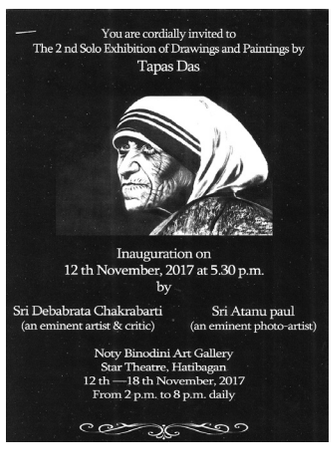

সম্প্রতি স্টার থিয়েটারে নব নির্মিত নটি বিনোদিনী আর্ট গ্যালারিতে চিত্রী তাপস দাসের দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। ইংরেজিতে এমফিল, পিএইচডি করা তাপস সম্পূর্ণ শিক্ষা জগতের মানুষ হয়েও সমান্তরালভাবে চিত্রচর্চা করে চলেছেন। এর আগেও তিনি বেশ কয়েকটি সম্মেলক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ছবিগুলি দেখলে অনুভব করা যায় যে শুধুমাত্র শখের চিত্রশিল্পী তিনি নন, তার কাজে যথেষ্ট অধ্যাবসায় ও অনুশীলন পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া তিনি সাহিত্য চর্চাও করে থাকেন। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চিত্রী ও শিল্প সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী এবং আলোকচিত্রী অতনু পাল।

প্রদর্শনীতে তাপসের তিনধরনের কাজের সমাবেশ দেখা গেল। পেন ও ইংকে করা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেশ কিছু ছোট মাপের প্রতিকৃতি চিত্র। যার মধ্যে বেশ কিছু ড্রইং সমৃদ্ধ কাজের সন্ধান দর্শকরা পাবেন। এছাড়া প্রদর্শনীতে চারকোলেকরা বেশ কয়েকটি বড় মাপের প্রতিকৃতি চিত্র ছিল যার মধ্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কিছু ছবিতে পূর্ণতার অভাব থাকলেও সাদা কালো মাধ্যমে কাজের এক সুন্দর উপস্থাপনা তিনি করেছেন। এছাড়া জলরঙে বেশ কিছু প্রকৃতির ছবি তিনি এঁকেছেন যেগুলি প্রদর্শনীকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। তার ছবিতে স্বচ্ছ জলরঙের সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ দেখা গেল। ভবিষ্যতে শিল্পীর কাছ থেকে আরও উৎকৃষ্ট কাজের আশা থাকল।

স্কেচ ক্লাবের বার্ষিক প্রদর্শনী

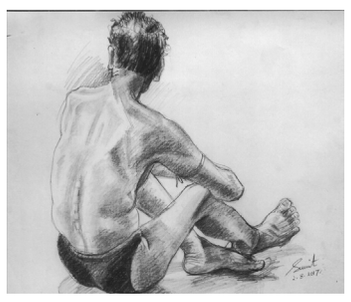

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে সম্প্রতি সেখানকার স্কেচ ক্লাবের বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই স্কেচ ক্লাবের পথচলা শুরু লেডি রাণু মুখার্জির উদ্যোগে তাঁর বাড়িতে, উদ্দেশ্য ছিল তরুণ শিল্পীদের মডেল স্টাডি করার সুযোগ করে দেওয়া। এই প্রদর্শনীটি ছিল স্কেচ ক্লাবের ষাটতম বার্ষিক প্রদর্শনী। বর্তমানে এর দায়িত্বে আছেন প্রবীন শিল্পী সমরেশ চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী সমরেশ চৌধুরী। ভাস্কর ও চিত্রী তারক গড়াই এবং আকাদেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রদীপ্তা কানুনগো।

ষোলোজন শিল্পীর চব্বিশটি ছবির সমারোহে প্রদর্শনী কক্ষ সজ্জিত হয়েছিল। এই প্রতিবেদকের করা তিনটি লাইফ স্টাডি ছিল। দুটি পেন্সিলের কাজ এবং একটি ব্রাউন পেপারে চারকোলে করা বড় ছবি। ধ্রুবজ্যোতি নাথ তিনটি কাজের মাধ্যমে তার ড্রইং–এর মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। চিরঞ্জিৎ প্রামাণিক এর কাজটিও উল্লেখযোগ্য। মণীষা দাসের কাজ দুটি ভাল লাগে। মমত কর্মকারের ছবিটিও প্রশংসার দাবি রাখে। মৌবনী সরকারের কালার পেন্সিলে করা পোর্টেটটি নজর কাড়ে। সঞ্জীব দত্তের অ্যাক্রেলিকের কাজটি উৎকৃষ্ট মানের। এছাড়াও যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তারা হলেন তাপস দাস, কৌশিক ভট্টাচার্য, বিজয় রক্ষিত, বাপ্পাদিত্য মাজি, শম্ভু মিদ্যা প্রমুখ। এছাড়া সমরেশ চৌধুরীর কাজ দুটি ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ পত্রটি যথেষ্ট নিম্নমানের এবং ভুলে ভরা হয়েছিল এবং প্রদর্শনীর কোন প্রচারও আয়োজক করা করেননি। সেটার থেকেই প্রমাণ হয় যে ঐতিহ্যবাহী এই স্কেচ ক্লাবের আজ খুবই জীর্ণপ্রাপ্ত অবস্থা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ইন্দ্রপতন ভারতীয় ফুটবলে

রবীন বিশ্বাস

ইন্দ্রপতন হল ভারতীয় ফুটবলে। জিয়াউদ্দিন–অশোক ঘোষদের ছাপিয়ে যিনি হয়ে উঠেছিলেন এদেশের ফুটবলের

কূলগুরু সেই ফুটবলপ্রিয় মানুষটি আর নেই। গত ৮ বছর ধরেও তিনি অবশ্য থেকেও না থাকার মতো ছিলেন। তাও তাঁর ধুকধুকানিটা চালু ছিল। আশা ছিল যদি কোনওদিন স্থবির অবস্থা কাটিয়ে প্রিয়রঞ্জন ফিরতে পারেন তাঁর প্রিয় ফুটবল আঙিনায়। কিন্তু না, সেই আশায় ছাই দিয়ে ইহলোক ছেড়ে সত্যি সত্যি চলে গেলেন একসময়ের দাপুটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘদিনের সভাপতি তথা প্রাণপুরুষ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। আজ আমাদের দেশে এই যে এত আইএসএল নিয়ে ধুন্ধুমার, ফুটবলে পেশাদারিত্বের মোড়ক, সফলভাবে যুব বিশ্বকাপ আয়োজিত হল সব কিছুর নেপথ্যে কিন্তু এই কালজয়ী মানুষটি। বস্তুত প্রিয়রঞ্জনের ব্লু–প্রিন্টেরই ফসল তুলছে এখন ভারতীয় ফুটবল। যার জেরে খুব দ্রুত ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে এতটা ওপরে উত্থান হয়েছে ভারতের।

দুঃখের কথা এটাই তিনি নিজে দেখে যেতে পারলেন না সেসব সাফল্যের খতিয়ান। যুব বিশ্বকাপ চলাকালীন তাঁর চোখের সামনে দুনিয়ার ফুটবল তারকাদের দক্ষতার প্রদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে টিভির পর্দার মাধ্যমে। কিন্তু সেটা একরকম স্থবির হয়ে যাওয়া প্রিয়দা কতটা অনুভব করেছেন তাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভারতীয় ফুটবল অচিরেই তার দৈন্য দশা কাটিয়ে বিশ্ব দুয়ারে নিজেকে মেলে ধরবে। যদিও ৮ বছর আগে তিনি যখন সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত হন তখন থেকেই এক 'মমি'র মতো জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল তাঁর। বর্ণময় ফুটবল প্রশাসকের জীবনে তখনই যেন যতি চিহ্ন টেনে দিয়েছিলেন বিধাতা পুরুষ।

১৯৮৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তথা আইএফএফ–এর সর্বোচ্চ কর্তা হয়ে ওঠেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। জিয়াউদ্দিন জমানার প্রয়াণ ঘটিয়ে আইএফএফ প্রেসিডেন্ট হন তিনি। এর অনেক আগে থেকেই অবশ্য ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে নাড়ির যোগ রচিত হয়েছিল দাশমুন্সির। ১৯৯৮ তে ফ্রান্স বিশ্বকাপ ও ২০০২ তে কোরিয়া–জাপান বিশ্বকাপে স্পেশ্যাল অফিসারের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এই দক্ষ ফুটবল কর্তাকে। ২০০৬ সালে জার্মানি বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচে ম্যাচ কমিশনারও হন তিনি। ২০০৯ সালে নবমীর রাতে হঠাৎ করেই তাঁর বর্ণময় স্বপ্নিল জীবনে তমসাচ্ছন্ন রাত নেমে আসে। দীর্ঘ ৮ বছর স্থায়ী ছিল 'কাল'–এর সঙ্গে প্রিয়র জীবনযুদ্ধের ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহাকালের গর্ভেই বিলীন হয়ে গেলেন এই ডাকাবুকো ফুটবল কর্তা।

আইএসএল ধমাকা শুরু, আস্তে আস্তে জাগছে সমর্থকরা

অরিঞ্জয় মিত্র

জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে আইএসএল। যাকে ঘিরে আগ্রহের শেষ নেই এদেশের তামাম ফুটবলপ্রেমীর। এমনিতে ফুটবল প্রেমে কলকাতা সবসময়ই শীর্ষ স্থান অধিকার করে এসেছে। এখন আবার ফুটবল–বিপণন–নীতা আম্বানি ও বিশ্ব ফুটবল মানচিত্রে ভারতের দ্রুত উঠে আসার ওপর ভর করে সারা দেশ জুড়েই একটা ফুটবল ম্যানিয়া তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য তথা শহরে নতুন করে গজিয়ে উঠছে ফুটবল সমর্থক। একথা ঠিক কলকাতা শহরে ফুটবল ঘিরে যে আবেগ ছিল বা আছে তা একমেবাদ্বিতীয়ম। পাশাপাশি এটাও সত্যি ফুটবলকে গ্ল্যামারের আচ্ছাদনে ঢেকে দেওয়ার পর তাকে ঘিরে নতুন সমর্থক লেবেল তৈরি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। এবারের আইএসলে এখনও পর্যন্ত রোমাঞ্চকর অধ্যায় শুরু হয়নি। তা বলে ধারে ভারে নিজেদের জৌলুস জানান দিতে শুরু করেছে বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব তথা শহর। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল না থাকায় প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তিলোত্তমাবাসী এর পালটা হিসেবে আইএসএল বয়কট করবেন। কিন্তু যেই ম্যাচ গড়াতে শুরু করেছে, প্রিয় শহর কলকাতার অ্যাটলেটিকো মাঠে নেমেছে ফের জড়তা সরিয়ে সক্রিয় হচ্ছেন ফুটবল মক্কার সমর্থকেরা। যদিও যত এগোবে আইএসএল তত এর আকর্ষণের গ্রাফ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করবে।

সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৬ নম্বর স্থানে উঠে এসেছে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে সফলভাবে সংগঠিত হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে বিশ্ব দরবারে। বলাবাহুল্য, এর প্রচারের একটা বড় আলো শুষে নিয়েছে কলকাতা। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, তৃতীয়–চতুর্থ নির্ধারক ম্যাচ ও সর্বোপরি ফাইনাল সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করে। ফুটবলের ভাবাবেগ–উচ্ছ্বাস বনাম পেশাদারিত্বের ঘনঘটা, লড়াইটা এখন এই জায়গাতেই। সমর্থক প্লাবিত স্টেডিয়ামের থেকেও গ্ল্যামারের ঝলকানি যেন তাৎক্ষণিকভাবে সমাদর পাচ্ছে। আই লিগ যে দুয়োরাণী হয়ে উঠেছে তার পিছনেও যেন কাজ করছে বড় অঙ্কের টাকার হিসেবে। যাতে নাম জড়িয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ ফুটবল ফেডারেশনের। ফলে পরিস্থিতি একটু অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। নীতা আম্বানীদের ইন্ডিয়ান সকার লিগে প্রচুর অর্থ, নাম যশ, বিদেশি তারকাদের সঙ্গে মোচ্ছব করার সুযোগ।

যা অত্যন্ত সীমিত আই লিগ পরিকাঠামোয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যতই আমরা এটিকে বা অ্যাটলিটেকো–কে নিয়ে নাচানাচি করি না কেন, সেই মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল বা নিদেনপক্ষে মহমেডানের সমর্থকরাই গিয়ে মাঠ ভরাচ্ছেন। তা যুবভারতীর বড় মাঠ হোক আর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সীমিত পরিসর হোক না কেন। আবার যুব বিশ্বকাপে দেখা গিয়েছে কলকাতা তথা ভারতীয় সমর্থকদের আবেগের একটা বড় অংশ পেয়েছে ব্রাজিল। তাছাড়াও জার্মানি ও স্পেনকে নিয়েও সমান মুগ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপ জিতে নিলেও সেদেশ ঘিরে সেভাবে কোনও আবেগ টের পায়নি এদেশের সমর্থকরা। আবার আইএসএলে যেসব তারকারা খেলে থাকেন তাঁদের মধ্যে কলকাতার ফুটবল পাগল সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বেশি রয়েছে লাতিন আমেরিকা, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, জার্মান ফুটবলারদের ঘিরে। আফ্রিকার ফুটবলারদেরও আলাদা একটা বাজার রয়েছে। সেক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন যে ইংরেজদের পদানত ছিল ভারতবর্ষ তাদের কোনও ফুটবলারের প্রতি সে আগ্রহ নেই এদেশে।

রেলস্টেশনে রাজকীয় সংবর্ধনা পদকজয়ী তিন ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্যারা অলিম্পিকে পদকজয়ী নলহাটির তিন ছাত্রীকে রামপুরহাট রেলস্টেশনে রাজকীয় সংবর্ধনা দিলো তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রশাসন। এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে রামপুরহাট স্টেশনে নামে তিন পদকজয়ী সামিমা, রেশ্মিতা, সাইনা এবং তাদের কোচ। স্টেশনে সংবর্ধনা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রশাসন। মিষ্টি, পুষ্পস্তবক, ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কংগ্রেসের তরফ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি ব্যবসায়ী শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, 'আজ আমরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত ও গর্বিত কারণ আমরা প্রথম সামিমার বাড়ি গিয়ে এবং আমাদের বিজয়া সম্মেলনে সামিমাকে সংবর্ধনা জানায় ও সামান্য অর্থ সাহায্য করে সাফল্য কামনা করেছিলাম। এই তিনকন্যা আমাদের জেলা তথা বাংলার গর্ব তাদের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে তারা খুবই উপকৃত হবেন এবং আমরাও তাদের সাহায্যের জন্য পথে নেমে মানুষের কাছে যাবো।' সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত তিন পদকজয়ী। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ২০১৮ সালের কমনওয়েলথ গেম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামিমা খাতুনকে নিয়ে এর আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায়।

৪ থেকে ৮ই নভেম্বর রাজস্থানের উদয়পুরে ১৭তম জাতীয়স্তরের প্যারা অলিম্পিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় সামিমা খাতুন চারটি ইভেন্টে দুটি সোনা, একটি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। রেশ্মিতা মাল এবং সাইনা খাতুন তিনটি ইভেন্টে একটি করে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। বসন্ত গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সামিমা খাতুন পোলিও আক্রান্ত। গোবিন্দপুর গ্রামের কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রেশ্মিতা মাল এবং কয়থা গ্রামের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী সাইনা খাতুন অস্থি প্রতিবন্ধী। ১৪ই নভেম্বর দুপুরে আপ মাতারা

ফুটবল বিতরণ – বীরভূম জেলার মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যেগে ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিলি করা হলো ফুটবল। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল বিন।

ওয়াকওভারের পথে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যসরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যুবভারতীতে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচের মধ্যে আটচল্লিশ ঘন্টা ব্যবধান থাকতে হবে। এদিকে আইলিগের সূচি অনুযায়ী, আগামী আঠাশে নভেম্বর যুবভারতীতে মুখোমুখি হওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গল ও আইজল এফসির (২৬ নভেম্বর যুবভারতীতে আইএসএলের এটিকের ম্যাচ)।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে ২৮ নভেম্বরের আইজল ম্যাচ একদিন পিছোতে অনুরোধ করে ইস্টবেঙ্গল । যুবভারতীর পরিবর্তে ওইদিন বারাসত স্টেডিয়ামে খেলার জন্যও ক্লাবের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। ফেডারেশন সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনার পরে ম্যাচ পিছোনো যাবে না, তা পরিস্কার বলে দেয়। সঙ্গে, স্থান ও সময় পরিবর্তনও যে অসম্ভব, তাও ফেডারেশন সাফ জানিয়ে দেয়। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন করা না গেলে আইলিগের প্রথমম্যাচে ৩ পয়েন্ট কাটা যাবে, তাও জানানো হয়। ক্লাবের তরফ থেকে সেই মেল রাজ্য ক্রীড়া দফতরকে পাঠিয়ে যুবভারতী ম্যাচ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামের মাঠ পাওয়া না গেলে আইলিগের প্রথম হোমম্যাচ ওয়াকওভার দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই লালহলুদের।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

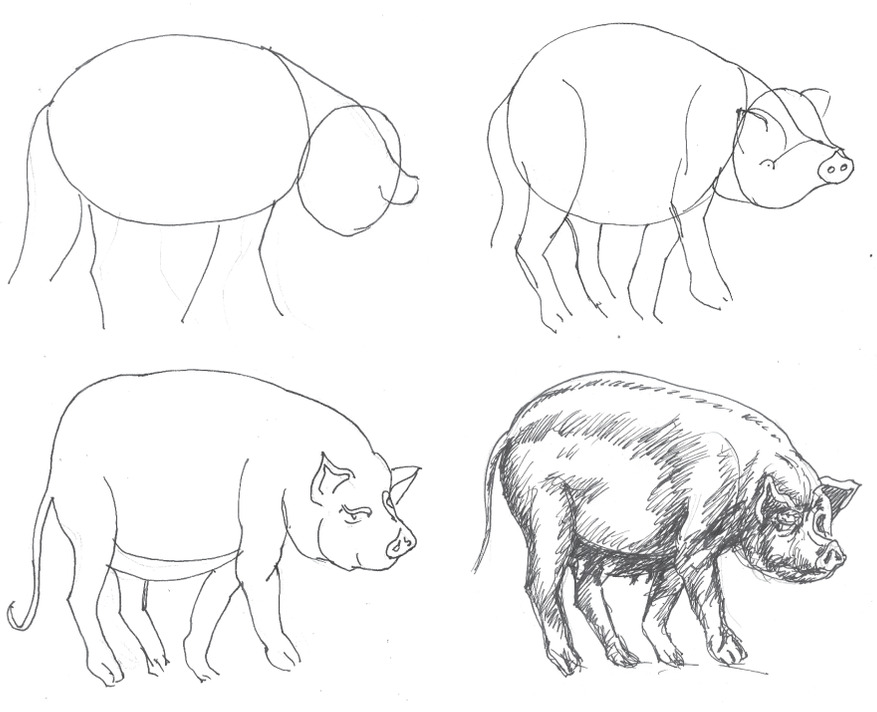

দাঁত কপাটি

কাকলি চৌধুরী

ঢুলছে দাদু মোড়ায় বসে, চারটে মশা রক্ত শোষে,
মরল দুটো নাতির হাতে, লাগল কপাট দাদুর দাঁতে।
হৈ হুল্লোড় লাগল পাড়ায়, কে যে এখন কপাট ছাড়ায়?
দাদুর নাতি হাঁদু চন্দ্র, বুদ্ধি তার নয়তো মন্দ,
দিল খোঁচা দাদুর নাকে, হাঁচল দাদু লাখে লাখে,
ছাড়ল কপাট হাসল দাদু, হাততালি দেয় ছোট্ট হাঁদু।

সুদীপ্ত মাইতি, ষষ্ঠ শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com